দরবেশ গ্রন্থাবলী—৩,

শ্রীবৃন্দাবন-শতক

শ্রীশ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী

বিরচিত

কিরণচাঁদ দরবেশ অনূদিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

আট আনা

প্রকাশক
শ্রীশশধর মিত্র
২নং নাথু সাহু ব্রহ্মপুরী,
বারাণসী।
১৩২৬



কলিকাতা
২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে
শ্রীহরিচরণ রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।
১৯১৯

ভূমিকা

কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত "শ্রীশ্রীবৃন্দাবন-শতকম্" অপূর্ব্ব গ্রন্থ। প্রেমিক ও রসজ্ঞ ভক্তগণ ইঁহা আস্বাদন করিয়া নিজকে ধন্য মনে করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান পুস্তক উক্ত সুললিত গ্রন্থেরই পদ্যানুবাদ।

সন ১৩০৫ সালে মদীয় গুরুদেব ভগবান শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-দেবের শ্রীচরণাশ্রয়ে আমি পুরীধামে বাস করিতেছিলাম; সেই সময়ে তিনি আমাকে এই অনুবাদ কার্য্যে প্রবর্ত্ত করাইয়াছিলেন। আমি সংস্কৃত ভাষায় একেবারেই অজ্ঞ; তাই তাঁহারই আদেশে মদীয় গুরু-ভ্রাতা স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তত্ত্ববাগীশ বি. এ. মহাশয় শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদ করিয়া দিতেন, আর আমি উহা মূলের সহিত মিলাইয়া একটি-দুইটি করিয়া ছন্দে গ্রথিত করিতাম। যেদিন যতটা রচিত হইত, সন্ধ্যার পরে ঠাকুর উহা শ্রবণ করিতেন; এবং যেস্থানে যে পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তাহা বলিয়া দিতেন। এইরূপে ৯৬টি শ্লোকের অনুবাদ হইবার পরে, ১৩০৬ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে, গোস্বামী-দেব দেহরক্ষা করেন। তদবধি আর ইহাতে আমি হস্তার্পণ করি নাই। আজ এতকাল পরে তাঁহারই আদেশ রক্ষা করিতে পারিলাম বলিয়া নিজকে ধন্য ও কৃত-কৃতার্থ মনে করিতেছি।

অর্থাভাব বশত ঠাকুরের অভিপ্রেত এই অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছেনা দেখিয়া, আমার প্রিয়তম বন্ধু ও সতীর্থ কবিবর শ্রীযুত দেবকুমার রায় চৌধুরী ভায়া, এই সংস্করণ প্রকাশের সমস্ত ব্যয় স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া বহন করিয়াছেন। এই কার্য্যের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার বা

সামান্য কৃতজ্ঞতা জানাইবার অধিকার পর্য্যন্ত আমার নাই। কি আর বলিব ?

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনামেব ॥"

পরিশেষে নিবেদন, শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী মহারাজের যে ক্ষুদ্র চরিত-কথা এই পুস্তকে গ্রথিত হইল, প্রধানত স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে উহা সঙ্কলিত হইয়াছে ; এজন্য সেই বৈষ্ণব-চূড়ামণির উদ্দেশে হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। কাশী-যোগাশ্রমবাসী পরম শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয় সংস্কৃত শ্লোকগুলির আদ্যোপান্ত অশেষ শ্রম স্বীকার করিয়া দেখিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের সমীপে আমার অপরিসীম ঋণ ও ঐকান্তিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী তাঁহাকে স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু প্রদান করুন।

উপসংহারে, আর দুইটি কথা না বলিলে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকে। প্রথম কথা,—কবিতার মিল। এই অনুবাদে "ভূমি ও আমি" "রুচি ও ঘুচি" "ছবি ও ডুবি" "তনু ও কানু" "অর্ঘ্য ও দীর্ঘ" ইত্যাদি বর্ত্তমান যুগের রুচি-বিরুদ্ধ, কিছু কিছু 'অমিল' দৃষ্ট হইবে। একটু সামান্য চেষ্টা করিলেই, মূলের অর্থে বিশেষ গোল না বাধাইয়াও, আমি এই সামান্য সামান্য দুষ্ট-পদগুলি সারিয়া লইতে পারিতাম ; কিন্তু আমার ঐ প্রকার পরিবর্ত্তন করিতে সাহস হয় নাই। যে-অনুবাদ গোঁসাইজী স্বয়ং দেখিয়া অনুমোদন করিয়াছিলেন, নিতান্ত আধুনিক রুচির পারিপাট্যের খাতিরে উহা বদ্‌লাইয়া দিবার প্রয়োজন থাকিলেও, সামর্থ্যে কুলাইল না। পাঠক যদি মনে রাখেন,—এই গ্রন্থ অনুবাদ মাত্র, মূল কবিতা নহে ; তাহা হইলেই এই সামান্য ত্রুটির জন্য অনুবাদককে ক্ষমা করা কঠিন হইবে না।

দ্বিতীয় কথা,—গ্রন্থের সর্ব্বশেষে যোজিত গ্রন্থকারের পরিচয়-স্থচক কবিতাটি। বর্ত্তমান যুগে এই প্রকার স্ব-বিজ্ঞাপন একেবারেই অচল। কিন্তু দায়ে পড়িয়া আমাকে এই প্রাচীন রীতির অনুসরণ করিতে হইয়াছে। আমার একান্ত প্রিয় একজন, পরিচয়-স্থচকটি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিবার জন্য এক সময়ে আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন; আমিও খেয়াল বশত জানি না কেন, তৎকালে তাহার কথায় স্বীকৃত হইয়াছিলাম। আজ সে ব্যক্তি পরলোকে। যদি জীবিত থাকিত, তবে যে উপায়ে হউক, তাহাকে আমার স্বীকৃতি হইতে নিষ্কৃতি দেওয়াইবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু আজ সেই স্নেহ-সিক্ত তরুণ প্রাণটি স্মরণ করিয়া, যাহা স্বীকার করিয়াছিলাম, তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারিলাম না। কতখানি লজ্জা ও নির্ব্বুদ্ধিতার বোঝা নিজের স্কন্ধে লইয়া সাহিত্য-সমাজে এই পয়ারটি ছাপাইয়া ধরিতে হইল, তাহা মনে করিয়া সহৃদয় পাঠকগণ, আশা করি এই স্নেহান্ধ নির্জীবকে ক্ষমা করিবেন।



ওঁ

উৎসর্গ পত্র

পরম ভাগবত সতীর্থ

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

নিত্য-ধাম নিকেতনেষু—

ভাই সতীশ,

আজ তুমি ব্রহ্মাদি দেবতারও দুর্লভ লোকে বাস করিতেছ, এই মর্ত্ত্যবাসী হীন ভ্রাতার দিকে একটু কৃপা-কটাক্ষ করিবে কি ভাই? জীবিত কালে তোমার শ্রীগুরুচরণে ঐকান্তিক নিষ্ঠা, মহাপ্রসাদে অদ্ভুত অনুরক্তি এবং জগন্নাথদেবে অসাধারণ বিশ্বাস দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম; তোমার মধুর সঙ্গ দুর্ব্বলকে সবল ও দুস্থকে নিরাময় করিত। আজও তোমার কথা মনে হইলে চক্ষের জল রাখিতে পারি না। তুমি নিত্য-বৃন্দাবনের নিত্য-লীলায় অধিকারী হইয়াছ; ধন্য তুমি!

এতদিন পরে তোমার আদরের "শ্রীবৃন্দাবন-শতক" প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম। পতিত পাবন শ্রীগুরুদেবের আদেশে ও তোমার সাহায্যে যে অনুবাদ আরব্ধ হইয়াছিল, এতদিনে তাহা সম্পূর্ণ হইল। ভাই, তোমার প্রিয় "শ্রীবৃন্দাবন-শতক" আজ তোমারই উদ্দেশে সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

রাখি-পূর্ণিমা,
২০ শ্রাবন, ১৩২১

দীন ভ্রাতা
কিরণ



প্রবোধানন্দ

(১)

১৪০৭ শকে লীলাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং ১৪৩১ শকে সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক নীলাচলে বাস করিতেছিলেন। এই সময়ে বারাণসীধামে শ্রীমৎ প্রকাশানন্দ সরস্বতী সন্ন্যাসীগণের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন।

প্রকাশানন্দের জন্মস্থান, কাবেরী তীরে—প্রসিদ্ধ শ্রীরঙ্গপত্তন ক্ষেত্রে। তাঁহারা তিন ভ্রাতা ছিলেন। জ্যেষ্ঠ বেঙ্কট ভট্ট, মধ্যম ত্রিমল্ল ভট্ট, আর কনিষ্ঠ প্রকাশানন্দ। প্রকাশানন্দের গৃহস্থাশ্রমের নাম কি ছিল, তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। জ্যেষ্ঠ বেঙ্কট ভট্টের পুত্রই পরম পণ্ডিত বৈষ্ণব-স্মৃতিগ্রন্থের প্রণেতা শ্রীমৎ গোপাল ভট্ট গোস্বামী।

প্রকাশানন্দ যখন গৃহী ছিলেন, তখনই তাঁহার পাণ্ডিত্য-খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ পণ্ডিত তখনকার দিনেও সুলভ ছিল না। তাঁহার নিকট শিক্ষা পাইয়া তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র গোপাল ভট্ট অতি অল্প বয়সেই শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই ভট্ট গোষ্ঠী বৈষ্ণব ছিলেন,—শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ ইহাদের উপাস্য। কিন্তু প্রকাশানন্দ বেদান্ত-বাদী হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক কাশী-ধামে অবস্থান করিলেন, এবং অন্যান্য সন্ন্যাসীদিগকে বেদান্ত শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী অপরিসীম শক্তিমান পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার কৃত "শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত" গ্রন্থের একজন টীকাকার—নৃসিংহ মহান্তের শিষ্য আনন্দি—যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই :—(আমি মাত্র অনুবাদ দিলাম) "জগতের একমাত্র পরিব্রাজক-শ্রেষ্ঠ প্রকাশানন্দ সরস্বতী,—বেদান্ত, তর্ক, শাঙ্খ্য, বৈশেষিক, জ্ঞান, মীমাংসা, আগম, নিগম, মহাপুরাণ, ইতিহাস,

পঞ্চরাত্র, অলঙ্কার, কাব্য, নাটকাদির রহস্য-সিদ্ধান্ত বিষয়ে অনর্গল বক্তৃতা দ্বারা কাশী-নিবাসী অসংখ্য ছাত্রের আনন্দ-পদ্ম প্রস্ফুটিত করিতেন।" প্রকাশানন্দের মত পণ্ডিত-সন্ন্যাসী তৎকালে আর কেহ ছিল না।

কাশীতে অবস্থান করিতে করিতে প্রকাশানন্দ একদিন শ্রবণ করিলেন, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য গোপাল ভট্ট একটি সন্ন্যাসী দেখিয়া পাগল হইয়াছে, এবং তাহার এত কালের শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া ভাবমার্গে প্রবেশ করিয়াছে। এই সংবাদে প্রকাশানন্দ মনে বড় ক্লেশ পাইলেন, ও নিজকে অপমানিত বোধ করিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'ভারতবর্ষে আমার উপরে আবার সন্ন্যাসী কে? এমন স্পর্দ্ধা কাহার যে, আমার নিজ হাতে গড়া প্রিয় ছাত্র গোপালকে বিপথে লইয়া যায়?'

অনুসন্ধানে প্রকাশানন্দ অবগত হইলেন, এই ভাবুক সন্ন্যাসী নীলাচলে বাস করেন; তীর্থ দর্শন করিতে দক্ষিণদেশে গিয়া তাঁহাদের আলয়ে চাতুর্ম্মাস্যের চারিমাস অবস্থান করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বেঙ্কট ভট্টকে সপরিবারে কৃষ্ণনামে পাগল করিয়া আসিয়াছেন। সন্ন্যাসীর বয়স অতি অল্প, এবং রূপ অতি মনোরম;—তপ্ত-কাঞ্চন বর্ণ, পদ্ম-নেত্র, সুবিশাল দেহ, উর্দ্ধে প্রায় সারে চারি হস্ত। ইহারই সঙ্গে জুটিয়া তাঁহার পূজ্যতম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্র নাচিতে ও কাঁদিতে শিখিয়াছেন। এই সন্ন্যাসী বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ-সন্তান, এবং নিতান্ত হীন ভারতী সম্প্রদায়ের কেশব ভারতীর শিষ্য; ইহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। আরও ভয়ানক কথা এই যে, এই সন্ন্যাসীকে তাঁহারই আত্মীয়-স্বজন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছে। শুনিয়া প্রকাশানন্দ মহারাজ এই অজ্ঞাত বালক-সন্ন্যাসীর উপরে মর্ম্মান্তিক ক্রোধান্বিত হইলেন।

প্রকাশানন্দ যেমন তৎকালে সর্ব্বপ্রধান বৈদান্তিক পণ্ডিত ছিলেন, নীলাচলে সেই প্রকার বাসুদেব সার্ব্বভৌম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেদান্ত-বাদী নৈয়ায়িক

পণ্ডিত ছিলেন। উরিষ্যার অধিপতি গজপতি-প্রতাপরুদ্র আদর করিয়া এই সার্ব্বভৌমকে, তৎকালে ন্যায়চর্চ্চার জন্য জগৎ-বিখ্যাত নবদ্বীপ হইতে লইয়া গিয়া, নিজ সভার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থান হইতে শিষ্যেরা এই সার্ব্বভৌমের নিকট পাঠ করিতে আসিত। প্রকাশানন্দ অবাক হইয়া শুনিলেন, এই পরম-জ্ঞানী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক পণ্ডিতও সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে দেখিয়া পাগল হইয়াছেন। শুনিয়া ঈর্ষায় ও ক্রোধে প্রকাশানন্দের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। তিনি এই সন্ন্যাসীকে মায়াবী স্থির করিলেন।

প্রকাশানন্দ অদ্বৈত-বাদী, শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী। সাধারণত অদ্বৈতবাদীরা যাহা হইয়া থাকেন, তিনিও তাহাই ;—নিতান্ত শুষ্ক ও নিরস। ভগবান পৃথক কেহ আছেন, প্রকাশানন্দ তাহা বড় একটা মানিতেন না ; সেই ভগবানের আবার অবতার! প্রকাশানন্দ মনে করিলেন, ইহা নিতান্তই হাস্যকর। শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী অনেক সন্ন্যাসী দৃষ্টি-গোচর হয়, কিন্তু হায়, শঙ্করের মত প্রেমিক ও রসগ্রাহী মায়া-বাদী আর কোথায়ও দৃষ্টি-গোচর হয় না।

প্রিয়তম গোপালের বিপথ-গমনের বার্ত্তা পাইয়া প্রকাশানন্দ খুবই আঘাত পাইয়াছিলেন ; এখন আবার বিশ্ব-বিশ্রুত পণ্ডিত সার্ব্বভৌমের অধঃপতনে তাঁহার সে দুঃখ বিদ্বেষে পরিণত হইল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। একটী শ্লোক লিখিয়া নীলাচলগামী কোনও যাত্রিকের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ সমীপে পাঠাইয়া দিলেন।

(২)

মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণ করিয়া আসিয়া নীলাচলে বাস করিতেছেন, এমন সময়ে একদিন প্রকাশানন্দের শ্লোক তাঁহার নিকটে পৌঁছিল। শ্লোকটি এই :—

যত্রান্তে মণিকর্ণিকা মলহরা স্বর্দ্দীর্ঘিকাদীর্ঘিকা
রত্নস্তারকমোক্ষদং তনুমৃতে শম্ভূঃ স্বয়ং যচ্ছতি।
এতত্বদ্ভুতধামতঃ সুরপুরোনির্ব্বাণমার্গস্থিতং
মূঢ়োঽন্যত্র মরীচিকাসু পশুবৎ প্রত্যাশয়া ধাবতি॥

"যে স্থানে মণিকর্ণিকা ও পাপনাশিনী মন্দাকিনী দীর্ঘিকা, যে স্থানে স্বয়ং শম্ভু দেব-দুর্লভ তারক-মোক্ষপ্রদ নির্ব্বাণ-পথস্থিত রত্ন প্রদান করেন, মূঢ় জনেরাই সেই স্থান ও রত্ন পরিত্যাগ করিয়া পশুর ন্যায় মৃগতৃষ্ণিকায় অন্য পথে ধাবিত হয়।"

অর্থাৎ "হে মূঢ় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! এই কাশীধামে স্বয়ং বিশ্বনাথ মুক্তি দিয়া থাকেন; তুমি এমন স্থান ছাড়িয়া কেন নীলাচলে বাস করিতেছ?" এই শ্লোকের রচয়িতা প্রকাশানন্দই পরিশেষে শ্রীবৃন্দাবনের অনির্ব্বচনীয় মাধুরী বর্ণনা করিয়া শত শত শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের এমনই অপূর্ব্ব ভঙ্গি!

শ্লোক পড়িয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভু ঈষৎ হাস্য করিলেন, এবং মহামান্য প্রকাশানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের সম্মান রক্ষার্থে সেই লোক সঙ্গেই একটি উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন। যথা:—

ঘর্ম্মাম্ভোমণিকর্ণিকা ভগবতঃ পদাম্বু ভাগীরথী
কাশীনাম্পতিরর্দ্ধমেব ভজতে শ্রীবিশ্বনাথঃ স্বয়ং।
এতস্যৈবহিনাম শম্ভু নগরে নিস্তারকং তারকং
তস্মাৎ কৃষ্ণপদাম্বুজং ভজ সখে শ্রীপাদনির্ব্বাণদং॥

"মণিকর্ণিকা যাঁহার ঘর্ম্মজল, ভাগীরথী যাঁহার চরণ-বারি, কাশীপতি বিশ্বনাথ স্বয়ং যাঁহাতে লীন হইয়া ভজনা করেন, এবং বারাণসী নগরে যিনি নিস্তারক তারকব্রহ্ম নামে খ্যাত; হে সখে, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্ব্বাণপ্রদ চরণ কমল ভজনা কর।"

পাঠক, শ্লোক দুইটি একটু অনুধাবন করিলেই, ইহার মধ্যে প্রকাশানন্দের উৎকট বিদ্বেষ ভাব ও মহাপ্রভুর মধুর মহত্বের পরিচয় পাইবেন। প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুকে সম্বোধন করিয়াছেন,—"হে মূঢ় !" ; আর ঠাকুর তাহার উত্তরে বলিতেছেন,—"হে সখে !"। এমন বিচিত্রতা একমাত্র মহাপ্রভুতেই সম্ভবে।

যাহা হউক, প্রকাশানন্দ লিখিয়াছিলেন,—'হরি কিছু নয়, হরকে ভজনা কর' ; রঙ্গ দেখিবার জন্য তাই প্রভু বলিলেন,—'তোমার হরও হরিকে ভজনা করেন ; অতএব হরির চরণ-কমল আশ্রয় কর।' সুচতুর প্রকাশানন্দ উত্তর পাইয়া বুঝিলেন, এ তর্কে বড় সুবিধা হইবে না। হর ও হরির শ্রেষ্ঠত্বের বিবাদ কখনও মীমাংসা হইতে পারে না ; কেননা দুইই এক। তাই শত্রুতার যাহা সনাতন পন্থা—অর্থাৎ গালাগালি—তাহাই অবলম্বন করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব কখনও মহাপ্রসাদ উপেক্ষা করিতেন না। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের যে সমস্ত রাজভোগ হইত, তাহা সুমিষ্ট ও রসনা তৃপ্তিকর বলিয়া সন্ন্যাসীগণের পক্ষে নিষিদ্ধ হইলেও, সে মহাপ্রসাদ লইয়া কেহ মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি অবিচারে তাহা গ্রহণ করিতেন। ইহা কাহারও অগোচর ছিল না,—প্রকাশানন্দও জানিতেন। তাই প্রভুকে নিন্দা করিয়া এবার প্রকাশানন্দ লিখিয়া পাঠাইলেন ঃ—

বিশ্বামিত্র-পরাশর-প্রভৃতয়োবাতাম্বুপর্ণাশিনঃ
এতে স্ত্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্টৈব মোহং গতাঃ।
শাল্যান্নঃ সঘৃতং পয়োদধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবা
স্তেষামিন্দ্রিয়নিগ্রহো যদি ভবেদ্বিন্দুস্তরেৎ সাগরং॥

"বিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃতি মুনিগণ বায়ু-জল-পত্র মাত্র আহার করিয়াও মনোহরা রমণীবদন দর্শন মাত্রে মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; যে মানব ঘৃত-

দধি-দুগ্ধ সংযোগে শালি-ধান্যের অন্ন ভোজন করে, সে যদি ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারে, তবে বিন্দুও সিন্ধু লঙ্ঘন করিবে।"

বলা বাহুল্য, এই শ্লোক প্রকাশানন্দের মত জ্ঞানী ব্যক্তির উপযুক্ত হয় নাই। কিন্তু নিজের অপ্রতিহত সম্মানে আঘাত পাইলে, অতি মাত্র জ্ঞানবান্‌ও মোহপ্রাপ্ত হন; তাই প্রকাশানন্দের মত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও ক্রোধে আত্মহারা হইলেন।

মহাপ্রভু এই শ্লোক পড়িয়া, ইহা উত্তরের উপযুক্ত নয় বলিয়া উপেক্ষা করিলেন। কিন্তু ভক্তগণ তো ছাড়িবার পাত্র নয়। তাঁহারা নীরবে ইহা সহ্য করিবেন কেন? প্রভুর অগোচরে নীলাচলবাসী ভক্তেরা ইহার একটা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন। পাঠকগণের কৌতূহল তৃপ্তির জন্য আমি সে শ্লোকটা তুলিয়া দিলাম:—

সিংহোবলী দ্বিরদশূকরমাংস ভোগী
সংবৎসরেণ কুরুতে রতিমেকবারং।
পারাবত স্তৃণশিখাকণমাত্র ভোগী
কামীভবেত্বনুদিনং বদ কোঽত্র হেতুঃ॥

"বলবান্ সিংহ, হস্তী-শূকর প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করিয়াও সারা বৎসরে একবার মাত্র রতিক্রীড়া করে; আর কপোত, সামান্য শস্যের কণামাত্র ভক্ষণ করিয়াও নিয়ত রতিক্রীড়া করিতেছে। ইহার মধ্যে এমন কি হেতু আছে, বল।"

প্রকাশানন্দ ইহার পর আর কোনও পত্রিকা প্রেরণ করেন নাই।

(৩)

পর বৎসর তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়া মহাপ্রভু কাশীধামে আগমন করিলেন। কাশীতে আসিয়া তিনি পরম ভক্ত চন্দ্রশেখরের গৃহে বাস করিলেন এবং তপন মিশ্রের বাড়ীতে ভিক্ষা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

মহাপ্রভুর এক আশ্চর্য্য প্রভাব ছিল—যে স্থানে যাইতেন, যাওয়া মাত্র তাঁহার আগমনবার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িত এবং অসংখ্য লোক প্রত্যহ তাঁহার দর্শনে আসিত। কাশীধামে অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রচারিত হইল,—এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী আসিয়াছেন; তাঁহার অনিন্দ্য কান্তি ও অসীম প্রেম। শুনিয়া হাজার হাজার লোক চন্দ্রশেখরের ক্ষুদ্র ভবন তোলপাড় করিয়া তুলিল।

ক্রমে সন্ন্যাসীমণ্ডলীতে একথা উঠিল এবং প্রকাশানন্দের কর্ণগোচর হইল। প্রকাশানন্দ অনুসন্ধান লইয়া জানিলেন—এই সেই ধূর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। জানিয়া বড় খুসি হইলেন। ভাবিলেন, এবার তিনি প্রতারককে উপযুক্ত শিক্ষা দিবেন। কিন্তু প্রভু তো তাঁহার নিকট গমন করিলেন না! ইহাতে সরস্বতী বড় বিপদে পড়িলেন। তিনি কাশী-বাসী সন্ন্যাসীমণ্ডলীর মস্তকস্বরূপ হইয়া তো আর নগণ্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কাছে যাইতে পারেন না! কোনও প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী কাশীধামে আসিলে অবিলম্বে গিয়া সরস্বতী-ঠাকুরের চরণ বন্দনা করিত। সেই তিনি কেমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কাছে যাইবেন? কিন্তু যে ধূর্ত্ত তাঁহার স্ব-গোষ্ঠীর ধর্ম্ম নষ্ট করিল, তাহাকেই বা কাছে পাইয়া সাজা না দিয়া ছাড়িয়া দেন কি করিয়া!—প্রকাশানন্দ মনে মনে বড়ই ক্লেশ পাইতে লাগিলেন। তদুপরি যখন-তখন যে সে তাঁহার সভায় আসিয়া এই অপরূপ সন্ন্যাসীর প্রশংসা করিতে লাগিল। ক্রমেই প্রকাশানন্দের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি সকলকেই বলিতেন, "তোমরা ঐ যাদুকরের কাছে যেয়ো না। সে মূর্খ—সন্ন্যাসী নামের কলঙ্ক। সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য বেদান্ত পাঠ করা, সে তা' করে না; কেবল ভাব দেখিয়ে বেড়ায়। এরূপ লোকের সঙ্গ করলে ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হতে হয়। শুনেছি, সে এমন মোহিনী জানে যে,লোকে তাকে শ্রীকৃষ্ণ বল্‌তে কুণ্ঠিত হয় না। দেখ্‌ছ না, ভয়ে সে আমার এদিকে আস্‌ছে না, দূরে দূরে থাক্‌ছে।"

তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখরের কর্ণে প্রকাশানন্দের প্রভু-নিন্দার সংবাদ পৌঁছিল। শুনিয়া তাঁহারা বড় ক্লেশ পাইয়া ঠাকুরের চরণে নিবেদন করিলেন, "প্রভু, তোমার নিন্দা আর সইতে পারি না।" মহাপ্রভু ঈষৎ হাস্য করিলেন, কোনও উত্তর দিলেন না।

কাশীতে "বিশ্বরূপ-ক্ষৌর দিনে" সমস্ত সন্ন্যাসীর একত্র হইতে হয়; ইহা সন্ন্যাসীদের ধর্ম্ম। সেই ক্ষৌর দিন সম্মুখে আগত। ধর্ম্ম-সংস্থাপক শ্রীগৌরাঙ্গ কথনও ধর্ম্মলঙ্ঘন করিতে পারেন না। কাশীতে থাকিলে ঐ দিন সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মিলিতে হইবে; সুতরাং উহার দুই দিন পূর্ব্বেই তিনি বারাণসী পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। তখন সন্ন্যাসীদলে মিলিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না; কেন ছিল না, তাহা মাত্র তিনিই জানেন।

ক্ষৌর দিন সম্মুখে পাইয়াও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রস্থান করিয়াছেন শুনিয়া, প্রকাশানন্দ নিশ্চয় করিলেন,—নিতান্ত ভীত হইয়াই ভারতী কাশী ত্যাগ করিয়াছেন।

কিন্তু যিনি সমস্ত ভয়ের ভয়হারী, তিনি ভীত হইবেন কাহার ভয়ে? তখন পর্য্যন্ত প্রকাশানন্দের সুসময় উপস্থিত হয় নাই বলিয়াই বুঝি, দয়ানিধি শ্রীগৌরাঙ্গ অপেক্ষা করিতেছিলেন। নতুবা তিনিতো জানিতেন, এই প্রকাশানন্দ তাঁহার চিহ্নিত দাস! সে তো আর অন্য কেহ নয়—শ্রীমতীর প্রিয় সখী তুঙ্গবিদ্যা। ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা কর সরস্বতী ঠাকুর! তোমার মরা গাঙে জোয়ারের দিন আসিতেছে।

(৪)

শ্রীগৌরাঙ্গদেব বৃন্দাবন দর্শন করিয়া দুই মাস পরে আবার কাশীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

এই সময়ে গৌড়ের বাদসাহ হোসেনসাহের মন্ত্রী সনাতন, কাশীতে

আসিয়া প্রভুর চরণে আশ্রয় লইলেন। এই সনাতনকে দিয়া ধর্ম্মপ্রচার করাইতে হইবে; তাই চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে থাকিয়া নিভৃতে মহাপ্রভু সনাতনকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই শিক্ষা দিতে দুই মাস লাগিল; সুতরাং বাধ্য হইয়া দীর্ঘ দুই মাস এবার প্রভুকে কাশীতে অবস্থান করিতে হইল। প্রকাশানন্দ শুনিলেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আবার আসিয়াছেন। কিন্তু এবারও প্রভু সন্ন্যাসীমণ্ডলীতে মিলিত হইতে কোনও প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না।

একদিন মহারাষ্ট্রদেশীয় একজন প্রধান ব্রাহ্মণ প্রকাশানন্দের সভায় গিয়া মহাপ্রভুর গুণানুবাদ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "স্বামীজী! এক অতি অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী এই নগরে এসেছেন। তাঁ'র রূপ অনুপম, কার্য্য অমানুষিক। তাঁকে দেখ্‌লে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলে' মনে হয়; মানুষে কখনো এত প্রেম সম্ভবে না।"

এই কথা শুনিয়া প্রকাশানন্দ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "জানি হে জানি, তার নাম চৈতন্য—সে কেশব ভারতীর শিষ্য। অতি ধূর্ত্ত ও প্রবঞ্চক; লোককে নাচায়-গাওয়ায়। সন্ন্যাসীর যা' কর্ত্তব্য—তা' করে না। দেখা হ'লে তা'কে ব'লো—কাশীতে তা'র ভাবকালি বিকোবে না; এখানে আসা পণ্ডশ্রম মাত্র।"

শুনিয়া ব্রাহ্মণ মনে বড় ক্লেশ পাইলেন। শ্রীপ্রভুকে তিনি দেখিয়াছেন,—তাঁহার মন পূর্ব্বেই মহাপ্রভুর চরণে বিকাইয়া গিয়াছে। সুতরাং প্রভুর নিন্দা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়া তিনি নীরবে সরস্বতীর সভা পরিত্যাগ করিলেন। প্রভুর নিকট আসিয়া অতি কাতরভাবে বলিলেন, "ঠাকুর, আমি নির্ব্বুদ্ধিতা-বশত প্রকাশানন্দের সভায় গিয়েছিলাম। সে আপনাকে উপহাস করে। এমন কি অবজ্ঞা করে' আপনার পূরা নামটি পর্য্যন্ত না বলে' কেবল 'চৈতন্য' বলে। বলেছে—কাশীতে নাকি আপনার এ ভাবকালি বিকোবে না।"

দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বোঝা মাথায় করে' এসেছি, যদি নিতান্তই না বিকোয়—বিলিয়ে দিয়ে যা'ব ; ফিরিয়ে নোব না।"

কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের মন ইহাতে শান্ত হইল না। তিনি মনে করিলেন, প্রকাশানন্দ প্রভুকে দেখে নাই, তাই নিন্দা করে। একবার কোনও গতিকে সাক্ষাৎ হইলেই প্রকাশানন্দের আর কুকথা বলিবার অবসর থাকিবে না। চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র, পরমানন্দ ও সনাতনের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ প্রভুর সঙ্গে প্রকাশানন্দের মিলনের এক উপায় স্থির করিলেন।

ব্রাহ্মণ সমস্ত সন্ন্যাসীমণ্ডলীকে তাঁহার বাড়ীতে একদিন ভিক্ষার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। করিয়া মহাপ্রভুর কাছে আসিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইয়া বলিলেন, "প্রভু, আমি সমস্ত সন্ন্যাসীকে আগামী কল্য নিমন্ত্রণ করেছি। আপনাকেও কৃপা করে' আমার বাড়ীতে কা'ল ভিক্ষা নির্ব্বাহ করতে হবে। নইলে আমি কিছুতেই চরণ ছাড়্‌ব না।" শ্রীগৌরাঙ্গ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমি যা'ব ; সেজন্য এত মিনতি কেন ?"

(৫)

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের আলয়ে বৃহৎ সভা বসিয়াছে। প্রকাশানন্দ সন্ন্যাসীমণ্ডলী সহ সভায় বিরাজ করিতেছেন। তিনি শুনিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত তিনি এরূপ নিমন্ত্রণে কখনও স্বীকৃত হন নাই—এবার হইয়াছেন। সুতরাং সন্ন্যাসীদলে মহাপ্রভুর কথা লইয়া বেশ একটু আন্দোলন ও আলোড়ন হইতেছে। সকলেই আগ্রহের সঙ্গে প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। প্রকাশানন্দ প্রভুকে শিক্ষা দিবার এ সুযোগ পরিত্যাগ করিবেন না, মনে মনে সংকল্প করিতেছেন।

এমন সময়ে মহাপ্রভু প্রসন্ন বদনে সুমিষ্ট মৃদু স্বরে "হরেকৃষ্ণ" বলিতে

বলিতে সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে সনাতন, চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র ও পরমানন্দ। প্রভু আসিতেছেন দেখিয়া, "ঐ চৈতন্য আসিতেছে" বলিয়া সভায় একটা মৃদু কলরব উঠিল। সকলেই কৌতূহল বশত উঁকি দিয়া দেখিলেন—সাড়ে চারি হস্ত প্রমাণ দীর্ঘ, সুবলিত বাহু, প্রকাণ্ড শরীর, কাঁচা সোনার বর্ণ, গৈরিকধারী একটি অনুপম যুবা, অতি মন্থর গতিতে অবনত বদনে আগমন করিতেছেন। মুখখানি রমনীয় ও কমনীয়, ললাট উন্নত, নেত্র ঢুলু ঢুলু—কেমন একটি সশঙ্কিত ও সলজ্জিত ভাব। বদন মলিন অথচ প্রফুল্ল ;—যেন অন্তরে কি একটা দুঃখময় আনন্দ রহিয়াছে।

প্রভু আসিয়া সর্ব্বাগ্রে করযোড়ে "নমো নারায়ণায়" বলিয়া সকলকে নমস্কার করিলেন। পরে পাদ-প্রক্ষালণের স্থানে গিয়া পদ ধৌত করিলেন। করিয়া সেই স্থানেই বসিয়া পড়িলেন।

প্রভুর শ্রীমুখ দর্শন করিয়া প্রকাশানন্দের চিরকালের শত্রুতা মুহূর্ত্ত মধ্যে লুপ্ত-প্রায় হইল। সুন্দর কমনীয় মুখখানি তাঁহার প্রাণকে বড় জোরে টানিতে লাগিল ; মনে হইল, এ মুখ যেন তাঁহার কত যুগ-যুগান্তের পরিচিত আপন-জনের মুখ। তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান করিলেন। করিয়া প্রভুকে বলিলেন, "শ্রীপাদ! সভার মধ্যে আগমন করুন। অপবিত্র স্থানে উপবেশন করে' কেন আমাদের মনে ক্লেশ দিচ্ছেন?"

দীনতার প্রতিমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ করযোড়ে বলিলেন, "আমি হীন ভারতী সম্প্রদায়ের—আপনারা উচ্চ সম্প্রদায়ের। আপনাদের সঙ্গে একাসনে উপবেশন করা আমার শোভা পায় না।" এই দীনতায় সকলেই বড় মুগ্ধ হইলেন। প্রকাশানন্দ স্বয়ং প্রভুর হাত ধরিয়া আনিয়া সভার মধ্যস্থলে বসাইলেন।

প্রকাশানন্দ প্রভুর অনিন্দ্যকান্তি ও সরল স্নিগ্ধ ভাব দেখিয়া মুগ্ধ

হইলেন। তিনি মহাশয় ব্যাক্তি; প্রভুকে দর্শন করিয়া বুঝিলেন, প্রভুর প্রতি তাঁহার ক্রোধ ছিল বটে, কিন্তু প্রভুর তাঁহার প্রতি বিন্দু মাত্র ক্রোধ নাই। ইহাতে তাঁহার একটু অনুতাপের উদয় হইল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "শ্রীপাদ! শুনেছি আপনি শ্রীকেশব ভারতীর শিষ্য; আপনার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী। আপনি কাশীতে রয়েছেন, অথচ আমরা আপনার এক আশ্রমের হয়েও দর্শন পাই না কেন? এতে আমাদের বড় দুঃখ হয়।"

চতুর চূড়ামণি এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া, নিতান্ত অপরাধীর মত অবনত বদনে বসিয়া রহিলেন।

তখন সরস্বতী ঠাকুর পুনরায় বলিলেন, "শ্রীপাদ! আপনার তেজ ও ভাব দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আপনাকে সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করি, আপনি সন্ন্যাসীর যে প্রধান ধর্ম্ম বেদান্ত পাঠ, তা' করেন না কেন? আবার নিতান্ত দূষনীয় নৃত্যগীত প্রভৃতি ভাবকালিতে মগ্ন থাকেন? আপনি সুবোধ, আমাদের সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যাক্তি; আপনার পক্ষে এই হীন ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ আচার আমাদের বড় ক্লেশের কারণ হয়।"

সরস্বতীর তখন আর বিন্দু মাত্র বিদ্বেষ নাই। থাকিলে—সরল ভাবে এমন প্রশ্ন করিতে পারিতেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "শ্রীপাদ! আমি মনের কথা নিবেদন করিতেছি, শুনুন। আমি যখন প্রথম শ্রীগুরুর চরণে আশ্রয় পেলাম, তখন গুরুদেব আমাকে কৃপা করে' বল্লেন, 'বাপু, দেখ্ছি তুমি মূর্খ। বেদান্ত পড়া তোমার কাজ নয়। কিন্তু তা'তে দুঃখিত হয়ো না। তোমাকে আমি উত্তম বস্তু দিচ্ছি। তুমি এই শ্লোকটি কণ্ঠস্থ কর—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

মধুর কণ্ঠে মহাপ্রভু এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিলেন। করিয়া শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। সে ব্যাখ্যা অতি অদ্ভুত। যিনি ভারতবর্ষজয়ী দিগ্বিজয়ী কেশব পণ্ডিতকে নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে অগাধ বিদ্যার পরিচয় দিয়া স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, যিনি ভারত-বিখ্যাত নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে অপরিসীম জ্ঞানের আলোকে আপন চরণে টানিয়া লইয়াছিলেন, যিনি এক "আত্মারাম" শ্লোকের ৬১ প্রকার অর্থ করিতে সমর্থ, সেই পণ্ডিত চূড়ামণি যখন "হরের্নাম" শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, সমস্ত সন্ন্যাসী মণ্ডলী বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া তাহা শ্রবণ করিতে লাগিল। এই ক্ষুদ্র শ্লোকের এমন ব্যাখ্যা হইতে পারে, ইহা কেহ পুর্ব্বে কল্পনাও করেন নাই।

শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীমহাপ্রভু বলিলেন, "তাই শ্রীগুরুর আদেশে আমি শুধু হরিনাম জপ করি। কিন্তু শ্রীপাদ! নাম জপ্‌তে জপ্‌তে আমার বুদ্ধি কেমন ভ্রান্ত হয়ে গেল; আমাতে আর আমি রইলেম না। কখনো হাসি, কখনো কান্না, কখনো বা অকারণে নাচ্‌তে ইচ্ছা হতে লাগ্‌লো। তখন ভীত হয়ে গুরুজীকে জিজ্ঞাসা করলেম, 'ঠাকুর, আমায় এ কি নাম দিলে? আমি যে দিন দিন পাগল হয়ে যাচ্ছি!' গুরু বল্‌লেন, 'তুমি মহা সম্পদ লাভ করেছ। নামের শক্তিই এই প্রকার। তুমি সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম পেয়েছ।' এই কথা শুনে, আমার আশঙ্কা দূর হলো। অতএব শ্রীপাদ! আমি যে হাসি-কাঁদি, সে আমার নিজের ইচ্ছায় নয়।"

শ্রীগৌরাঙ্গ যখন দৈন্যের সহিত এই সব কথা বলিলেন, তখন মুগ্ধ হইয়া সকলে শুনিয়া গেলেন। প্রকাশানন্দ একেবারে গলিয়া গেলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার অভিমান যায় নাই। তাই পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীপাদ যা' বল্লেন, এতো অতি উত্তম কথা। কৃষ্ণ নাম জপে তো কোনো মানা নাই! কিন্তু সন্ন্যাসীর যে প্রধান কর্ম্ম বেদান্ত পাঠ, আপনি তা' করেন না কেন?"

প্রভু বলিলেন, "শ্রীপাদ! এ কথার যথার্থ উত্তর দিলে হয়তো আপনি বিরক্ত হবেন। তবে যদি অপরাধ না লয়েন, তো বল্‌তে পারি।

প্রকাশানন্দ আগ্রহের সহিত বলিলেন, "না—না—অপরাধ কিসের? আপনি বলুন।"

প্রভু বলিলেন, "বেদ অপৌরুষেয়; এতে কোনো প্রকার ভ্রম-প্রমাদ সম্ভবে না। এই বেদের যে মুখ্য অর্থ, তা' সূত্রেই পরিষ্কার লেখা রয়েছে। আচার্য্য শঙ্কর যে ব্যাখ্যা করেছেন, সেটা তার নিজের কথা, ঈশ্বর বাক্য নয়। সূত্রের সরল অর্থ থাকৃতে ভাষ্য পড়্‌বার আবশ্যকতা কি? সে ভাষ্য জটিল—মন কল্পিত। সূত্রের যথার্থ অর্থের সঙ্গে আচার্য্যের ভাষ্য মেলে না।"

শুনিয়া সন্ন্যাসীরা একটু চকিত ও বিরক্ত হইলেন। শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যার দোষ ধরিতে পারে, এমন কেহ আছে,—ইহা তাঁহাদের কল্পনাতীত। তাঁহারা এক বাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "শ্রীপাদের এমন অসমসাহসের কথা বল্‌বার হেতু কি আছে? শঙ্করাচার্য্য জগৎগুরু—সকলের নমস্য। তাঁর দোষারোপ কর্‌ছেন,—এ যে বাতুলতা মনে হয়।"

শ্রীগৌরাঙ্গ যুক্তকরে বলিলেন, "শঙ্করাচার্য্য জগৎগুরু সন্দেহ নাই। কিন্তু ঈশ্বর সকলের বড়,—আর বেদ তাঁরই শ্রীমুখের আজ্ঞা। এই বেদের অর্থ অতি সরল। শঙ্কর যে ব্যাখ্যা করেন, তা' মোটেই সরল নয়। শঙ্কর কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই মনোকল্পিত ব্যাখ্যা করেছিলেন। আপনাদের আজ্ঞা-ক্রমে আমি তা' দেখাচ্ছি।"

এই বলিয়া অগাধ পণ্ডিত্যের অনন্তাম্বোধি মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের দোষ দর্শাইতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীরা অবাক ও স্তব্ধ হইয়া তাহা শুনিতে লাগিলেন। "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত" গ্রন্থে সে বক্তৃতার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। সনাতন সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন; এই

সনাতনের মুখে শ্রবণ করিয়াই কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সে অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের কতক অংশ বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রকাশানন্দ দেখিলেন, এই অপরূপ বালক-সন্ন্যাসী শুধু পরম সুন্দর ও পরম ভক্ত নয়,—পরম জ্ঞানীও বটে। তাঁহার নিজ মনে যে পাণ্ডিত্যের অভিমান ছিল, তাহা চূর্ণ হইয়া গেল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "শ্রীপাদ! আপনি শাঙ্কর-ভাষ্যের যে দোষ দর্শাইলেন, তা শুনলাম। আপনার কথার প্রতিবাদ করতে আমার ইচ্ছা হচ্ছে না; মনে হয়, আপনি ন্যায্য কথাই বলেছেন। শঙ্করের মত খণ্ডন করা অসীম শক্তির কাজ; এখন আর কিছু শক্তির পরিচয় দিন। বেদের মুখ্য-অর্থ করুন, দেখি আপনি কিরূপ বেদ বুঝেছেন।"

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বেদের মুখ্যার্থ করিতে লাগিলেন। একটি-একটি সূত্র বলিতে লাগিলেন, আর ধীরে ধীরে তাহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেন যে,—ভগবান ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, আর প্রেমই জীবের পরম পুরুষার্থ।

মণ্ডলী সহ প্রকাশানন্দ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। প্রকাশানন্দের অদম্য পাণ্ডিত্যাভিমান দয়ানিধি শ্রীগৌরাঙ্গ এই প্রকারে পাণ্ডিত্য দ্বারাই চূর্ণ করিলেন। প্রকাশানন্দ ভাবিতে লাগিলেন, 'এই যে অনুপম রূপবান যুবা সন্ন্যাসী, অগাধ পাণ্ডিত্য দেখাইয়া শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের দোষ দর্শাইলেন, এই যে বেদের মুখ্য ও সরল অর্থ স্থাপন করিলেন, এ অসাধারণ পুরুষটি কে?' ভাবিতে ভাবিতে বড় কাতর হইয়া প্রভুকে বলিলেন, "শ্রীপাদ! আপনার বিনয় ও পাণ্ডিত্য দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছি। আপনি জানেন, আপনাকে বরাবর আমি নিন্দা ও ঘৃণা করেছি। আমি দম্ভে উন্মত্ত হয়ে জ্ঞান শূন্য ছিলেম। আজ আমার চৈতন্য হয়েছে। আজ জানলেম, আপনি সাক্ষাৎ বেদ ও নারায়ণ। আজ বেদের প্রকৃত অর্থ বুঝলেম; আপনি আমার গুরু।"

তখন সমস্ত সন্ন্যাসী ভক্তিতে গদগদ হইয়া উচ্চৈস্বরে "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" ধ্বনি করিলেন। ইহার পর, ভোজন অবশেষে, যে যাহার আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন।

(৬)

প্রভুর কথা লইয়া সন্ন্যাসী মহলে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। কিন্তু প্রকাশানন্দ সে আন্দোলনে যোগ দিতে পারিলেন না। সন্ন্যাসীরা তাহার সভায় বসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের অপরিসীম পাণ্ডিত্য ও অনিন্দনীয় সৌন্দর্য্যের আলোচনা করিতে লাগিল, আর তিনি নীরবে উৎকর্ণ হইয়া চির বুভুক্ষু ও পিপাসাতুর ব্যক্তির ন্যায় আকণ্ঠ ভরিয়া তাহা পান করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর চিন্তা এক মুহূর্ত্তের জন্য তাহার অন্তর পরিত্যাগ করিল না। কোথায় রহিল বেদ-বেদান্ত,_কোথায় রহিল নিয়ম-নিষ্ঠা, কোথায় রহিল তাহার পাণ্ডিত্যাভিমান। তিনি শয়নে স্বপনে জাগরণে কেবল শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমনিধির অপরূপ কান্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। জ্ঞানহারা প্রকাশানন্দের চক্ষুর সম্মুখ হইতে সমস্ত সংসার যেন লুপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু তিনি লজ্জায় কাহাকেও তাহার মনের এই দুরবস্থার কথা বলিতে পারিলেন না; শুনিলে লোকে যে হাসিবে!

ইহার দুই-তিন দিন পরে, মহাপ্রভু একদিন পঞ্চ-গঙ্গায় স্নান করিয়া বিন্দু-মাধবের মন্দিরে দর্শন করিতে গেলেন। গিয়া ঠাকুর দর্শন করিয়া আর নিজকে সামলাইতে পারিলেন না,—আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সঙ্গের ভক্তগণ হাত তালি দিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের নৃত্য,—সে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। ক্রমে ক্রমে সে স্থানে অসংখ্য লোক-সমাগম হইল। সমবেত জন-সঙ্ঘ এই অপূর্ব্ব বস্তুটির বিচিত্র ললিত নৃত্য-ভঙ্গি দর্শন করিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ দণ্ডায়মান রহিল। বিন্দুমাধব হরির শ্রীমন্দির-সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ প্রেমের বন্যায় প্লাবিত হইল।

এই বিন্দু-মাধবের মন্দির সন্নিকটেই প্রকাশানন্দের মঠ। প্রকাশানন্দ শুনিলেন—প্রভু নৃত্য করিতেছেন। শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। পুত্রহারা জননী তাহার হারা সন্তানের অকস্মাৎ আগমন সংবাদ পাইলে যেমন উন্মাদিনীর মত বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইয়া ছুটিয়া যায়, কোনও দিক্-পাশ জ্ঞান থাকে না; তিনিও তেমনি ভাবে ছুটিয়া চলিলেন। সন্ন্যাসীর দল তাহার পিছনে পিছনে চলিল।

গিয়া প্রকাশানন্দ কি দেখিলেন? তিনি "শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত" গ্রন্থে নিজেই তাহার বর্ণনা করিয়াছেন, যথা :—

উচ্চৈরাস্ফালয়ন্তং করচরণমহো হেমদণ্ডৌ প্রকাণ্ডৌ
বাহু প্রোদ্ধৃত্য সত্তাণ্ডবতরলতনুং পুণ্ডরীকায়তাক্ষং।
বিশ্বস্যামঙ্গলঘ্নং কিমপি হরি হরীত্যুন্মদানন্দনাদৈ-
র্ব্বন্দেতং দেবচূড়ামণিমতুলরসাবিষ্ট চৈতন্যচন্দ্রং॥

"দেব-শ্রেষ্ঠ অতুল রসমুগ্ধ বন্দ্যনীয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্র নৃত্য করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে কর ও চরণদ্বয় আস্ফালন করাইতেছেন; সুবর্ণ-দণ্ড-সদৃশ বাহুদ্বয় ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া স্বীয় শরীরকে তরঙ্গায়মান করিতেছেন; এবং আনন্দময় 'হরি-হরি' ধ্বনিতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অশুভ যেন ধ্বংস করিতেছেন।"

প্রকাশানন্দ প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার চৈতন্য লুপ্ত-প্রায় হইল। তিনি কি দেখিলেন?—যথা (শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃতে):—

প্রবাহৈরশ্রূণাং নবজলদকোটী ইব দৃশৌ
দধানং প্রেমর্দ্ধ্যা পরমপদকোটীঃ প্রহসনং।
বমন্তং মাধুর্য্যৈরমৃতং নিধিকোটী রিবতনু
চ্ছটাভিস্তং বন্দে হরি মহহসন্ন্যাস কপটং॥

"এই যাঁহার কোটি নবঘন-সদৃশ অশ্রুধারায় নয়ন-যুগল ভাসিয়া যাইতেছে; যিনি স্বীয় প্রেম-সম্পত্তি দ্বারা কোটি বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যকে লজ্জা দিতেছেন; যিনি স্বীয় অঙ্গ-লাবণ্য ও মাধুর্য্য দ্বারা কোটি অমৃত-সিন্ধু উদ্গার করিতেছেন; ইনি তো মানুষ নহেন!—এ যে কপট সন্ন্যাস-বেশধারী স্বয়ং শ্রীহরি!"

প্রকাশানন্দের দুই নয়ন বহিয়া দর-দর ধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি কৃতার্থ হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে প্রভুর বাহ্য-চৈতন্য হইল। তিনি স্থির হইয়া, সম্মুখে প্রকাশানন্দকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি গিয়া তাহার পদধূলি লইলেন। তখন প্রকাশানন্দ আর থাকিতে পারিলেন না।—সেই অসংখ্য জন-মণ্ডলীর মধ্যে চীৎকার করিয়া গিয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণে পতিত হইলেন। কাতর প্রাণে বলিলেন,—"প্রভু, প্রভু, আর আমায় এমন করে' পায়ে ঠেলোনা!"

প্রকাশানন্দের পুনর্জ্জন্ম হইয়া গেল। সেই দিনই রাত্রে তিনি চন্দ্রশেখরের বাড়ী গিয়া প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইলেন। প্রভু সহাস্য বদনে সেই দিন তাহার নূতন নাম রাখিলেন—প্রবোধানন্দ; আর আদেশ করিলেন, গিয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতে।

এই শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতে করিতে বৃন্দাবন-মাধুর্য্যে উন্মত্তপ্রায় হইয়া অনুরাগী প্রবোধানন্দ কয়েকশত মধুমাখা শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। উহার মাত্র প্রথম শতক পাওয়া যায়। প্রথম শতকে সর্ব্ব মোট ১২৬টি শ্লোক আছে। বর্ত্তমান গ্রন্থ তাহারই পদ্যানুবাদ।

শ্রীবৃন্দাবন-শতক

১

নমস্তস্মৈ কস্মৈ চিদপি পুরুষায়াদ্ভুত-মহা
মহিম্নে বিভ্রাজৎ কণকরুচি ধাম্নে স্বকৃপয়া।
অসঙ্কোচেনৈবাশ্বপচমখিলেভ্যঃ স্বয়মহো
দদৌ যস্তস্তক্তিং বিমলতর-নানারসময়ীং ॥

কনক-লাবণ্য-দ্যুতি, যাঁর শ্রীঅঙ্গের জ্যোতি,
অদভুত মহিমা যাঁহার,
নিজ গুণে জগ ভরি, অধম চণ্ডালে মরি,
অসঙ্কোচে করিলা উদ্ধার ;
নানা প্রেম-রস-যুত, সুবিমল শুদ্ধ পূত,
দিব্য ভক্তি করিলা প্রদান ;
অজ্ঞাত-অশেষ সেই, চরণে প্রণতি এই,
জয় জয় পুরুষ-প্রধান !

২

যস্মিন্ন প্রবিশেন্মনোঽপি মহতাং কা তত্ত্ব-বার্ত্তা পুনঃ
শাস্ত্রাণাং জ্ঞপিতঞ্চ যদ্ভগবতা ভঙ্গ্যেব ভক্তোদ্ধবে।
তদ্ বৃন্দাবনমুন্মদেন রসিক দ্বন্দ্বেন কেনাপ্যহো
নিত্যক্রীড়তয়া গৃহীতমিহ কো বিদ্যান্ন গৌরপ্রিয়ঃ ॥

তত্ত্ব কথা ঝুরি ঝুরি, যাঁর তত্ত্বে যায় উড়ি,
ব্যর্থ যেথা মহত্তের মন ;

ভগবান ভঙ্গি ভরে, ভক্তরাজ উদ্ধবেরে,
যেই শাস্ত্র করিলা জ্ঞাপন ;
উন্মাদ রসিক দুটি, একমাত্র জানে খাটি,
লীলা-রসে যেথা বিহরয় ;
গৌরাঙ্গের অতি প্রিয়, এমন কি আছে কেহ,
যে জানেনা তাঁর পরিচয় ?

৩

গুণৈঃ সর্ব্বৈর্হীনোপ্যহমখিল-জীবাধমতমোঽহ
প্যশেষৈর্দোষাগ্র্যৈরপিচ বলিতো দুর্ম্মতিরপি ।
প্রসাদাৎ যস্যৈবাত্ব বিদমহহ রাধাং ব্রজপতেঃ
কুমারং শ্রীবৃন্দা বনমপি স গৌরো মম গতিঃ ॥

পরম করুণাময়, অবিশেষ গুণালয়,
জয় গোরা অগতির গতি !
অখিল জীবের মাঝে, অধম পতিত সাজে,
গুণহীন আমি দুরমতি ।
তবু তো শ্রীবৃন্দাবনে, রাধা-শ্যাম দুহুঁ জনে,
জানিয়াছি তোমারি কৃপায় ;
জয় রে জয় রে জয়, শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপাময়,
অশেষ প্রণতি রাঙা পায় ।

৪

শ্রীবৃন্দাবনকেলিরঙ্গ সহজং সৌন্দর্য্য শোভাবয়োঃ
বৈদগ্ধ্যাদি-চমৎকৃতেঃ পরতরং বিশ্রান্তিধামাদ্ভুতং ।

তন্মে মোহন দিব্যনাগরবর দ্বন্দ্বং মিথোজীবনং
গৌ রশ্যামলমুজ্জ্বলোন্মদ রসাবিষ্টং হৃদিস্ফূর্জ্জতু ॥

সুখময় বৃন্দাবনে, কেলি-রস আস্বাদনে,
বিহরয়ে রঙ্গে দুহুঁ জন ;
অপরূপ রূপ-আভা, কিশোর বয়স-শোভা,
স্বাভাবিক সহজ মিলন ।
উজল উন্মদ রসে, মগন আবেশ-লাশে,
বৈদগ্ধাদি লীলা চমৎকার ;
গোপত রহস্যময়, অতুলন তনুদ্বয়,
কনক-শ্যামল শোভা সার ।
সে যুগল মনচোর, মন-মোহনিয়া মোর,
লাবণ্যের লহর-লহরী ;
এ মোর হিয়ার মাঝে, সদানন্দে যেন রাজে,
ইহা বিনা আশা নাহি করি ।

ইহ ভ্রামং ভ্রামং জগতিনহি গন্ধোঽপি কলিতো
যদীয় স্তত্রৈবাখিল নিগম দুর্ল্লক্ষ্যং শরণৌ ।
অপারে শ্রীবৃন্দাবন মহিমপীযুষ জলধৌ
মহাশ্চর্য্যোন্মীনে মধুরি মণি চিত্তং লগতুমে ॥

জয় জয় জয় বৃন্দাবন !
ভ্রমিয়া ভুবনময়, তুলনা নাহিকো হয়,
বেদ-বিধি অগোচর ধন ।

অকূল শ্রীবৃন্দাবন, পীযূষ-সায়রে মন,
ডুবিয়া রহুক চিরতরে ;
মীন প্রায় সারাবেলা, আনন্দে করুক খেলা,
আশ্চর্য্য সে সুধা-সরোবরে ।

৬

জয়তি জয়তি বৃন্দারণ্যাম্বূনসিন্ধোর্
অনুপমমিব সারং শারদাকোট্যকথ্যং ।
খগ-মৃগ-তরু-বল্লী-কুঞ্জ-বাপী-তড়াগ
স্থল-গিরি-হ্রদিনীনা সম্ভূতৈঃ সৌভগাদ্যৈঃ ॥

জয় রে জয় রে বৃন্দাবন !
অক্ষুরন্ত সিন্ধু-ছাঁকা, অনুপম প্রেমমাখা,
কোটি যুগে না-যায় বর্ণন ।
তুঙ্গ শৈলমালা বেড়া, তরুলতা কুঞ্জ ঘেরা,
স্নিগ্ধ-বাপী সুশীতল হ্রদ ;
বিহগ-কুজিত বনে, মৃগ চড়ে ফুল্ল মনে,
অতুলন সৌভাগ্য-সম্পদ ।

৭

বৃন্দারণ্যে চর চরণ দৃক্ পশ্য বৃন্দাবন শ্রীর্
জিহ্বে বৃন্দাবন গুণগণান্ কীর্ত্তয় শ্রোত্র-দৃষ্টান্ ।
বৃন্দাটব্যা ভজ পরিমলং ঘ্রাণ গাত্র ত্বমস্মিন্
বৃন্দারণ্যে লুঠ পুলকিতং কৃষ্ণকেলি স্থলীষু ॥

শুন শুন রে মোর চরণ !
সুখময় বৃন্দাবনে, দিব্য রম্য উপবনে,
মন-সুখে কর বিচরণ ।

মধু বৃন্দাবনে যত, অপরূপ শোভা শত,
রে নয়ন ! কর দরশন ;
রসনা ! ভরিয়া প্রাণ, কর সেই গুণগান,
বল জয় জয় বৃন্দাবন ।
হইয়া বিভোর মন, সে অমৃত গুঞ্জরণ
শ্রবণ ! শ্রবণে কর পান ;
নব গন্ধে ঢল ঢল, বৃন্দাবন পরিমল,
নাশিকায় কর রে আঘ্রাণ ।
নশ্বর শরীর মোর ! লুটায়ে সর্ব্বাঙ্গ তোর,
বৃন্দাবনে দাও গড়াগড়ি ;
কেলি-কুঞ্জ-রজে লুটে, সব তাপ যাবে ছুটে,
পুলক জাগিবে ভব ভরি ।

৮

মহোজ্জ্বল-রসোন্মদ-প্রণয়সিন্ধু নিঃস্যন্দিনী
মহা-মধুর রাধিকারমণ-খেলনানন্দিনী ।
রসেন সমধিষ্ঠিতা ভুবনবন্দ্যয়া বৃন্দয়া
চকাস্তু হৃদিমে হরেঃ পরমধাম বৃন্দাটবী ॥

পিরীতি-সাগরে চুপে, উচ্ছলিত বিশ্ব-রূপে,
মহোজ্জ্বল রস বহমান ;
রাধিকা-রমণ চিতে, সুমধুর ক্রীড়াদিতে,
সদানন্দ যে করে প্রদান ;
যারে ত্রিভুবন-বন্দ্যা, সুচক্ষুরা দেবী বৃন্দা,
প্রেম-রসে করিলা স্থাপিত ;

সেই বৃন্দাবন-নাম, হরির পরম-ধাম,
হিয়া মাঝে হোক্ উদ্দীপিত।

৯

জন্মনি জন্মনি বৃন্দাবনভুবি বৃন্দারকেন্দ্র বন্দ্যায়াং।
অপি তৃণ-গুল্মক-ভাবে ভবতু মমাশা-সমুল্লাসঃ॥

ধন্য হয় জীবন আমার,
তৃণ-গুল্ম হয়ে যদি, বৃন্দাবনে নিরবধি,
বসবাসে পাই অধিকার।
দেবেন্দ্র-বন্দিত ধাম, হে বিপিন অনুপাম,
মনস্কাম পূর্ণ কর মোর;
জনমে জনমে যেন, শ্রীচরণ পাই হেন,
এই আশে থাকি সদা ভোর।

১০

হরিপদপঙ্কজসম্বাহনরস মন্বভূয় পূর্ণোঽপি।
যত্রোদ্ধব আশাস্তে তৃণতাং তন্নৌমি রাধিকাবিপিনং॥

কি কহিব উদ্ধবের কথা!
শ্রীহরি-চরণ কিবা, সেবিলেন নিশি-দিবা,
তবু তাঁর ঘুচিল না ব্যথা।
প্রাণে জাগে সঙ্গোপনে, নিরজন যেই বনে,
হইতে তৃণের মত হীন;
জয় জয় প্রেমধাম, বৃন্দাবন তাঁর নাম,
নমো নম রাধিকা-বিপিন!

১১

রাধাবল্লভ পাদ পল্লবজুষাং সদ্ধর্ম্মনীতায়ুষাং
নিত্যং সেবিত বৈষ্ণবাঙ্ঘ্রিরজসাং বৈরাগ্যজীবস্পৃশাং।
হন্তৈকান্তরস প্রবিষ্ট মনসামপ্যস্তিযদ্দূরতস্
তদ্রাধাকরুণাবলোকমচিরাদ্বিদন্তু বৃন্দাবনে ॥

শ্রীরাধাবল্লভ-পদ, সেবা করে অবিরত,
কাটে জন্ম স্বধর্ম্ম-পালনে ;
বৈষ্ণব চরণ-রুলি, যে তারে কহেনা ধূলি,
সেবনের সাধ সদা মনে ;
আজন্ম বিরক্ত যারা, জানেনা বৈরাগ্য ছাড়া,
অনাসক্তি যাদের জীবন ;
তারাও জানেনা হায়, কোথা কোন্ নিরালায়,
দিব্য ধাম রয়েছে গোপন।
হে ভক্ত! হে মহাজন! শুন মোর নিবেদন,
অবিলম্বে কররে গমন ;
ব্রজেশ্বরী কৃপা পেয়ে, মহানন্দে নেচে-গেয়ে,
বৃন্দাবনে কর বিচরণ।

১২

রাধা নন্দকিশোরৌ নিরবধি রস সাগরে নিমগ্নৌ।
নিজ কেলিধাম বৃন্দাবিপিন মূর্দ্ধীক্ষ্যেব সৌখ্যমাপয়তঃ ॥

সকল রসের সার সুমধুর
মধুর রসের সায়রে ডুবে,
বিহরতি রাধানন্দকিশোর
প্রেমে ভোর নিতি নীরবে চুপে।

হেন কেলিধাম শ্রীবৃন্দাবন
যে জন সুদূরে দেখিতে পায়,
সৌখ্য রসের অনাদি সায়রে
লহরে লহরে ভাসিয়া যায়।

১৩

উদ্দাম প্রমদোজ্জ্বলৈক রসয়া ভক্ত্যাবিধূতাবৃতে
ব্যক্তং কস্যচিদেব চিত্তমুকুরে তত্তদিগাভোগবৎ।
স্বস্মিন্ দিব্য বিচিত্র কেলিমিথুনং তৎশ্যামগৌরং বিধু-
জ্যোৎস্নাবৎ পরিচারয়েত্তদিহকিং বিন্দেহথ বৃন্দাবনং॥

ভানুর কিরণে আলোকে উজল
প্রকাশিত দশদিকের মত,
রসিক-ভক্ত-চিত্ত মুকুরে
শ্যামল-কনক সুপ্রতিভাত।
উন্মদ-প্রেম-উজ্জ্বল রসে
নবীন মিথুন ভ্রমিছে খেলি;
চন্দ্র-স্নিগ্ধ-জ্যোছনার মত
যে-দিব্য ধামে করিছে কেলি;
হেন মধুময় বিচিত্র দ্যুতি
সুন্দর চারু বৃন্দাবন!
এজনমে তার আশ্রয় পাব,—
হবে কি আমার এমন ক্ষণ?

১৪

বিশুদ্ধাদ্বৈতৈক প্রণয়রস পীযূষ জলধের্
ঘনীভূতদ্বীপে সমুদয়তি বৃন্দাবন মহো।

মিথঃ প্রেমোদঘূর্ণদ্রসিক মিথুন-ক্রীড়মনিশং
তদেবাধ্যাসীনঃ প্রবিশতি পদে ক্বাপি মধুরে ॥

বিশুদ্ধ অদ্বৈত-নামা অকৈতব রস-প্রেমা,
অমৃতের জলধির মাঝে,
ঘনীভূত দ্বীপে হেন, দিব্য বৃন্দাবন যেন
কি সুন্দর আনন্দে বিরাজে।
সেই প্রেম ঘূর্ণি জলে, দিবা নিশি হাসি খেলে,
সুরসিক মিথুন যুগল;
গোপনে সে দ্বীপোপরে, যে জন বসতি করে,
সে কি চায় যেতে অন্য স্থল ?

১৫

নাহং বেদ্মি কথং নু মাধবপদাম্ভোজ দ্বয়ং ধ্যায়তে
কা বা শ্রীশুকনারদাদ্যকলিতে মার্গোঽস্তি মে যোগ্যতা।
তস্মাদ্ভদ্রমভদ্রমেব যদি নামাস্তাং মমৈকং পরং
রাধাকেলিনিকুঞ্জমঞ্জুলতরং বৃন্দাবনং জীবনং ॥

একান্তে আগ্রহ ভরে, জানিনা কেমনে করে,
শ্রীরাধামাধব-পদ ধ্যান;
শ্রীশুক-নারদ ঋষি, যে পথে চলিলা হাসি,
জানিনা সে পথের সন্ধান।
অনেক ভাবিয়া তাই, বাসনা করেছি ভাই,
ভালমন্দ কিছু নাহি জানি,
রাধা-কেলি বৃন্দাবনে, মঞ্জু কুঞ্জ উপবনে,
পাতিয়া রাখিব হিয়াখানি।

১৬

যৎ সীমানমপি স্পৃশন্ননিগমো দূরাৎ পরং লক্ষ্যতে
কিঞ্চিদ্ গূঢ়তয়া যদেব পরমানন্দোৎসবৈকাবধিঃ।
যন্মাধুর্য্যকলাপ্যবেদি ন শিব স্বায়ম্ভুবাদ্যৈ রহং
তদ্ বৃন্দাবননামধামরসদং বিন্দামি রাধাপতেঃ॥

সুনিগূঢ় যে মহিমা, আগম না-পায় সীমা,
দূরে রহি সবিস্ময়ে চায়;
শ্রীশিব-স্বয়ম্ভু আদি, ধ্যান করি নিরবধি,
যে মাধুর্য্য কণা নাহি পায়;
রাধারমণের প্রাণে, সদা প্রেম রস দানে,
পরানন্দ করে বিতরণ;
কি বলিব ওরে ভাই, সৌভাগ্যের সীমা নাই,
মিলিয়াছে হেন বৃন্দাবন।

১৭

কদানুবৃন্দাবন কুঞ্জ মণ্ডলে
ভ্রমং ভ্রমং হেমহরিন্মণি প্রভং।
সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য তদদ্ভূতপ্রিয়ং
দ্বয়ং দ্বয়ং বিস্মৃতিমেতুমেঽখিলং॥

কবে সদানন্দ মনে, বৃন্দাবন কুঞ্জবনে,
নিরজনে করিব ভ্রমণ;
কনক-সবুজ মণি- নিন্দিত যুগল থনি,
প্রিয়তমে করিব স্মরণ।

নিখিলের যত বাধা, সুখ দুঃখ হাসা কাঁদা,
সব যাবে নিমেষে ভাসিয়া ;
লাভালাভ ভালমন্দ, ঘুচিবে সকল দ্বন্দ্ব,
বনে বনে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া।

১৮

ছিদ্যেত খণ্ডশ ইদং যদি মে শরীরং
ঘোরা বিপদ্বিততয়ো যদি বা পতন্তি।
হা হন্ত হন্ত ন তথাপি মমেহ ভূয়াদ্
বৃন্দাবনাদিতর তীর্থপদে পিপাসা॥

মোর এই তুচ্ছ দেহ, খণ্ড খণ্ড করি কেহ,
কভু যদি দেয় গো ছিঁড়িয়া,
অথবা বিপদ-রাশি, ঘিরে মোরে যদি আসি,
অমঙ্গল-মুরতি ধরিয়া ;
তথাপি যেন রে হায়, বৃন্দাবন কুঞ্জ-ছায়,
জুড়াইতে চায় মোর মন ;
এ শোভা-সম্পদ ছাড়ি বৃন্দাবন পরিহরি,
আন স্থানে নাহি প্রয়োজন।

১৯

স্বয়ং পতিত পত্রকান্য মৃতবৎ ক্ষুধাভক্ষয়ন্
তৃষা মিহিরনন্দিনী শুচি পয়োঽঞ্জলিভিঃ পিবন্।
কদা মধুর-রাধিকারমণ-রাসকেলিস্থলীং
বিলোক্য রসশেবধিং হ্যধিবসামি বৃন্দাবনং॥

কবে হায়, হবে হেন দিন,
পরিত্যক্ত পত্র লগ্ন, পবিত্র অমৃত অন্ন,
খাইয়া গোঁয়াব চিরদিন।
কবে রবি-নন্দিনীর, শুচি স্নিগ্ধ পুত নীর,
পিব আমি অঞ্জলি ভরিয়া ;
রাধারমণের কেলি- রসময়-রাসস্থলী,
ধন্য হব কবে নেহারিয়া।
পূর্ণ হবে মরমের আশা ;
পরম রসের খনি, বৃন্দাবন রত্ন-মণি,
কবে তথা বাঁধিব গো বাসা !

২০

ভূমি র্যত্র সুকোমলা বহুবিধ-প্রদ্যোতিরত্নচ্ছটা
নানা-চিত্র-মনোহরা খগমৃগাদ্যাশ্চর্য্য রাগান্বিতা।
বল্লী ভূরুহ জাতয়োহদ্ভূততমা যত্র প্রসূনাদিভিস্
তন্মে নন্দকিশোর-কেলিভবনং বৃন্দাবনং জীবনং ।।

সুকোমল যেই ভূমে, স্নিগ্ধ জ্যোছনার চুমে,
কত হীরা-মোতি ঝলমলে ;
অপরূপ কুঞ্জ-বীথি, বৃক্ষ-লতা নানা জাতি,
মহিমায় পুলকে উছলে ;
মৃগপদ সঞ্চরণে, বিহগের সুনিক্কনে,
বাজে কত রাগিনীর ধ্বনি ;
হেন বৃন্দাবন নাম, নন্দকিশোরের ধাম,
এ মোর জীবন বলি গণি।

২১

সাক্ষাদিবাস্তে পুরুষোত্তমাঙ্ঘ্রি-
সেবারসাদপ্যধিকো রসৌঘঃ।
স্যন্দেত বৃন্দাবিপিনেপি দৃষ্টে
রাধাপ্রিয়ো যো ভুবনস্য সাক্ষী॥

শ্রীপুরুষোত্তম-পদ, সেবা করি অবিরত,
যে-আনন্দ রস জাগে মনে,
তা হতে অধিক অতি, রস-সুধা মূর্ত্তীমতী,
বহিতেছে মধু বৃন্দাবনে।
রসের ঝরণা মাঝে, ললিত লাবণ্য সাজে,
রাধা-প্রিয় করিছে বিহার ;
ভুবনের সাক্ষী সে যে, তবু ত্রিভুবন মাঝে,
সে লীলা বুঝিবে সাধ্য কা'র।

২২

জাগর্ত্তি দুন্দুভিরবঃ পরমোহত্র রাধা-
বৃন্দাবনং বনমতি প্রকটং পুরাণে।
তস্যাবিধেয় মসমোর্দ্ধ মহানুরাগ-
মূর্ত্তেস্তদঙ্গন মপোহ্য হরিং ক্ব পশ্যেঃ॥

দুন্দুভি নিনাদে, জয় জয়
ধ্বনিতেছে নিখাদে, যে দেশে ;
প্রসিদ্ধ পুরাণে, যাঁর গুণ বাখানে,
শত লীলা যেখানে, প্রকাশে ;

বর্দ্ধিত পিরীতি অনুরাগ মূরতি,
প্রেমময়ী শ্রীমতী, বিলাসে ;
সে আঙিনা ছাড়িয়া, শ্রীহরির লাগিয়া,
বৃথা মর ঘুরিয়া, কি আশে !

২৩

মিলন্তু চিন্তামণি-কোটি-কোটয়ঃ
স্বয়ং বহির্দ্দৃষ্টিমুপৈতু বা হরিঃ।
তথাপি বৃন্দাবন ধূলি ধূসরং
ন দেহ মন্যত্র কদাপি যাতুমে ॥

কোটি কোটি রত্ন-খনি, দীপ্ত-রাগ চিন্তামণি,
অনায়াসে মিলে যদি ভাগে ;
অথবা শ্রীভগবান, হয়ে যদি মূর্ত্তিমান,
কাছে আসি দাঁড়ায় সোহাগে ;
বৃন্দাবন- ধূলি-অনু মাখা মোর ক্ষীণ তনু,
তথাপি কখনো যেন হায়,
এই ব্রজ ভূমি ছেড়ে, ক্ষণিক করম-ফেরে,
কোনো স্থানে যাইতে না-চায় ।

২৪

কৃপয়তু ময়ি বৃন্দারণ্য বাজী মনাগ-
প্যতি বহুন কৃপোরু স্নেহ ভাবাদ্বুদিষ্ণুঃ !
ফলতু তদনুকম্পা কল্পবল্লী ফলং তৎ
প্রভবতু বসন্তির্মে তৎ প্রিয়ারাম শীম্নি ॥

বৃন্দাবন ! জয় বৃন্দাবন !

করুণার বোঝাটিরে, লইয়া আনত শিরে

দাঁড়াইয়া তরুলতা গণ।

দয়ার সে গুরুভার, বহিতে না-পারি আর,

কারে যেন বিলাইতে চায় !

অধম কাঙাল জনে, যদি দিতে সাধ মনে,

কণা মাত্র বিতরো আমায়।

এ ক্ষীণ কণ্ঠের ডাকে, কৃপা-কল্পতরু শাখে,

হেন ফল কভু কি ফলিবে ?

কৃষ্ণ-প্রিয়া রাধিকার, আরাম-কুঞ্জের ধার,

চিরদিন বসতি হইবে ?

২৫

তেনাকারি সমস্ত এব ভগবদ্ধর্ম্মোহপি তেনাদ্ভুতঃ
সর্ব্বস্মাৎ পুরুষার্থতোহপি পরমঃ কশ্চিৎ করস্থী কৃতঃ।
তেনাধায়ি সমস্ত মূর্দ্ধণি পদং ব্রহ্মাদয়স্তং নম
স্ত্যাদেহান্তমধারি যেন বসতৌ বৃন্দাবনে নিশ্চয়ঃ ॥

ধন্য ধন্য জীবন তাঁহার,

আজীবন পূত মনে, সুখময় বৃন্দাবনে,

বাস লাগি বাসনা যাঁহার।

শুদ্ধ ভাগবত ধর্ম্ম, সেই জানে তার মর্ম্ম,

বাঞ্ছা যাঁর বৃন্দাবন বাসে ;

সর্ব্ব-পুরুষার্থ-সার, শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ তাঁর—

করতল হয় অনায়াসে।

ব্রহ্মাদি দেবতা যত, শির করি অবনত,
বারম্বার করে নমস্কার ;
অখিলের সুসম্পদ, রাতুল যুগল পদ,
মস্তকের ভূষণ যাঁহার।

২৬

পুলিনে পুলিনে কলিন্দজায়া
বিচরং শ্চাপি তলে তলে তরূণাম্।
প্রণয়াদ্ভূত সৌখ্য কন্দ বৃন্দা-
বিপিনে হন্ত কদা দিনানি নেষ্যে ॥

শ্রীকলিন্দ-নন্দিনীর সুন্দর পুলিন-ভূমি,
কবে তরু তলে-তলে ভ্রমিয়া বেড়াব আমি !
ঘন সৌখ্য-রসময় মধুমাখা সে বিপিনে,
কবে মোর দিনগুলি কাটিবে গো দিনে-দিনে !

২৭

গৌর শ্যামল মিথুনং খেলতি কন্দর্পলীলয়া যত্র।
রাধামাধবনাম্না প্রথিতং তন্নৌমি কাননং কিমপি ॥

শ্রীরাধা-মাধব নাম, বিশ্রুত সে গৌর-শ্যাম,
অনুরাগী মিথুন-যুগল ;
কি জানি গো কোন্ বনে, খেলা করে নিরজনে,
কাম রসে উন্মদ উছল।
কেলি-কুঞ্জময় ওগো সুন্দর কানন !
কাঙাল আমারে দেহ শীতল চরণ।

২৮

খগবৃন্দং পশুবৃন্দং দ্রুমবল্লীবৃন্দ মুন্মদ প্রেম্না।
প্রীণয়দমৃত রসেন খ্যাতং বৃন্দাবনং নমতি ॥

যে-অমৃত রস করি পান,
পাগল বিটপী-লতা, কহে অকথিত কথা,
পশু চড়ে—পাখী গাহে গান;
উন্মদ প্রণয়-পূত, অমৃতের ধারা যুত,
মধুময় প্রীতির ভাণ্ডার,
জয় জয় বৃন্দারণ্য, আজি মোরে কর ধন্য,
তব পদে কোটি নমস্কার।

২৯

উষরমপি হরিভক্তের্নানা দু মার্গনিষ্ঠমপ্যধমং।
বৃন্দাবিপিনমচিন্ত্য প্রভাব মুন্মাদয়তে প্রেম্না ॥

সুকোমল স্নিগ্ধ শান্ত, শীতল সবুজ কান্ত,
ভক্তিরূপা হরিক্ষেত্র মাঝে,
কঠিন উষর ভূমি, নিরপ-নিরস আমি,
লিপ্ত প্রাণ একান্ত অকাজে।
সন্ন্যাসী বেদান্ত-রত, শুষ্ক তর্কে অবিরত
কাটে দিন হীন কোনোমতে;
সহজ সরল পথ, ছাড়ি মম মন-রথ,
চলিয়াছে দুর্গম বিপথে।
অবোধ অজ্ঞানাবৃত, অধম কে মোর মত,
নিষ্ঠাশূন্য বাসনা-বিহ্বল?

তথাপি শকতিশালী, অবিচিন্ত বৃন্দাস্থলী,
প্রেম দিয়া করিল পাগল !

৩০

ভক্ত্যৈকয়ান্যত্র কৃতার্থ মানিনো
ধীরাস্তদেতন্ন বয়ং বিদামঃ।
শ্রীরাধিকামাধব-বল্লভং নঃ
পরন্তু বৃন্দাবনমেব সংশ্রয়ঃ ॥

আন তীর্থে একমাত্র লভি ভক্তি-পদ,
যাঁহারা কৃতার্থ করি মানে আপনারে ;
হোক্ তাঁরা মহা-জ্ঞানী শাস্ত্র-বিশারদ,
আমি কিন্তু ধীর বলি গণিব না তাঁরে।
রাধা-মাধবের প্রিয় লীলার আগার—
সুখময় বৃন্দাবন আশ্রয় আমার।

৩১

দোষাকরোহহং গুণলেশ হীনঃ
সর্ব্বাধমো দুর্লভবস্তুকাঙ্ক্ষী।
বৃন্দাটবী মুজ্জ্বল ভক্তিসার-
বীজং কদা প্রাপ্য ভবামি পূর্ণঃ ॥

অশেষ দোষের খনি লেশ-গুণহীন,
সবার অধম আমি অতিশয় দীন।
তথাপি লভিতে আশা দুর্লভ রতন—
উজ্জ্বল ভক্তির সার-বীজ বৃন্দাবন।

কবে আশা পূর্ণ হবে— ঘুচিবে সংশয়,
কবে পাব প্রিয় বৃন্দাবনের আশ্রয় ?

৩২

শুদ্ধোজ্জ্বল-প্রেম-রসামৃতাব্ধে
রনন্ত পারস্য কিমপ্যুদারং।
রাধাভিধং যত্র চ কান্তি সারং
তদেব বৃন্দাবিপিনং গতির্মে॥

শুদ্ধ উজ্জল প্রেমরসময় অমৃতসায়র খানি,
অন্ত-বিহীন অসীম উদার,—নাম তার রাধারাণী।
যেই মহাদেশে তরঙ্গোলাসে সে সায়র বহমান,
সুখময় সেই বৃন্দা-বিপিন ভিন্ন না-জানি আন।

৩৩

সর্ব্ব-সাধন-হীনোঽপি বৃন্দারণ্যৈক-সংশ্রয়ঃ।
যঃ কোপি প্রাপ্নুয়াদেব রাধাপ্রিয় রসোৎসবং।

সকল সাধন-বিহীন যে জন,
সার করে যদি সে বৃন্দাবন,—
যে হোক্ সে হোক্—
যায় দুখ-শোক,
দিন-যামী থাকে তার চিত-মন—
রাধা-প্রিয় উৎসবে নিমগন।

৩৪

ত্যজন্তু স্বজনাঃ কামং দেহবৃত্তিশ্চ নাস্তবা।
ন বৃন্দাবন সীমাতঃ পদং মে চলতু ক্বচিৎ॥

স্বজন সকলে যদি পরিহরি যায়,
জীবিকার যদি কোনো না-থাকে উপায় ;
ভাল ভাল, সেও ভাল,—তবু এ চরণ—
বৃন্দাবন ত্যজি যেন না-করে গমন।

৩৫

সমে ন মাতা সচ মে পিতা ন
সমে ন বন্ধুঃ সচ মে সখা ন।
সমে ন মিত্রং সচ মে গুরু র্ন
যোমে ন বৃন্দাবন বাস মাদিশেৎ ॥

বৃন্দাবনে করিতে বাস আদেশ নাহি করে,
সে জন সনে সঙ্গ যেন হয় না ক্ষণতরে।
আমার তারা কেহই নহে আত্মীয়-আপন,
পিতা কি মাতা বন্ধু সখা মিত্র গুরুজন।

৩৬

তচ্ছাস্ত্রং মম কর্ণমূলমপি ন স্বপ্নেঽপি যায়াদহো
শ্রীবৃন্দাবিপিনস্য যত্র মহিমা নাত্যদ্ভুতঃ শ্রূয়তে।
তে মে দৃষ্টিপথং ন যান্তু নিতরাং সম্ভাষ্যতামাপ্নুয়ু
র্যে বৃন্দাবন বৈভবে শ্রুতিগতে নোল্লাসিন স্তোঽখিলাঃ

বৃন্দাবনের পরম মহিমা বর্ণিত নাই যথা,
কভু যেন কানে না-পশে স্বপনে এমন শাস্ত্র-কথা।
বৃন্দাবনের সম্পদ শোভা—অতুলন বৈভব,
হীরক রতনে খচিত মাণিক, গুণে জগ পরাভব ;

হেন বিভবের বর্ণনা শুনি উলসিত নাহি হয়,
সে জনের সনে ক্ষণেকের তরে কাজ নাই পরিচয়।

৩৭

অলমলমিহ যোষিদ্গর্দ্দভী সঙ্গরঙ্গৈ
রলমলমিহ বিত্তাপত্যবিদ্যাযশোভিঃ।
অলমলমিহ নানা সাধনায়াস-দুঃখৈঃ
ভবত ভবত বৃন্দারণ্যমাশ্রিত্য ধন্যাঃ॥

আর কাজ নাই, ছাড় ছাড় ভাই,
রমণী-রাসভী সঙ্গ ;
অসার বিত্ত, ছাড় অপত্য,
মিছে পণ্ডিতি-রঙ্গ।
ধন-মান লাগি দিবা নিশি জাগি,
একি পাতিয়াছ খেলা !
যশ-মন্দিরে, আপনার শিরে,
আপনি মারিছ ঢেলা।
বিফল যতনে, কৃচ্ছ্র সাধনে,
সময় করিলে ক্ষয় ;
সব ছাড়ি এবে, সমাহিত ভাবে,
ব্রজ কর আশ্রয়।

৩৮

বৈকুণ্ঠং কোটি কোটি প্রগুণিত মপিনোযদ্রজো লেশমাত্রং
প্রোন্মীলৎ সৌভগর্দ্ধৈর্বমপি লভতে শুদ্ধভাবোজ্জ্বলায়াঃ।

কুর্ব্বারন্ ভক্তি কোটি র্ভগবতি ন তথাপ্যদ্ভুত প্রেমমূর্ত্তেঃ
শ্রীরাধায়া অভক্তেঃ কিমপিন কলিতাং নৌমি বৃন্দাটবীং তাং ॥

শুদ্ধ পূত নিরমল, ভাব রসে ঢল ঢল,
শ্রীরাধার বৃন্দাবন-স্থান ;
কোটি কোটি গুণশালী, অতুল বৈকুণ্ঠ স্থলী,
নহে তাঁর ব্রজের সমান ।
অনন্ত শোভার সার, সম্পদের পারাবার,
নাহি তাঁর কোনোই তুলনা ;
বৈকুণ্ঠ-বৈভব যত, বর্দ্ধিত হইলে শত,
সে ধামের নহে এক কণা ।
বৈকুণ্ঠের ভক্ত যত, না হইলে অনুগত
শ্রীমতীর রাতুল চরণে,
বুঝেনা যাহার খেলা ; হেন আনন্দের মেলা
দণ্ডবৎ দিব্য বৃন্দাবনে ।

৩৯

ইদমপি ভবিতাকিং যত্র কুত্রাপি বৃন্দা
পদমপি মম জাতং শ্রোত্রবীথী মকস্মাৎ ।
মধুর মধুর রাধামাধবানঙ্গ খেলা-
বন মুপনয়দন্ত র্দাস্যতে প্রেম মূর্চ্ছাং ॥

হায় হায় হেন দিন কভু কি হইবে ?
"বৃন্দা"-বর্ণদ্বয় কবে, অকস্মাৎ সুধা-রবে,
মোর শ্রুতিমুল পরশিবে ?

মধুর অনঙ্গ লীলা, রাধা-মাধবের খেলা,
যেই বনে হয় অভিনীত,
সে কাননে লুটাইয়া, প্রেমে মুরছিত হিয়া,
হারাইবে সকল সম্বিত !

৪০

কদানু বৃন্দাবন বীথিকাস্বহং
পরিভ্রমন্ শ্যামলগৌরমদ্ভূতং ।
কিশোর মূর্ত্তিদ্বয়মেক-জীবনং
পুরঃ স্ফুরদ্বীক্ষ্য পতামি মূর্চ্ছিতঃ ॥

কবে হেন শুভদিন হইবে আমার ?
বৃন্দাবন-বীথিকায়, ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া হায় !
নেহারিব লীলা দোঁহাকার ।
কনক-শ্যামল স্নেহ, এক প্রাণ দুই দেহ,
কৈশোরের পাব দরশন ;
হেরিয়া যুগল শোভা, চিদানন্দ মনলোভা,
মূর্চ্ছিত হইবে চিত্ত-মন ।

৪১

কিমেতাদৃগ্ভাগ্যং মম কলুষ-মূর্ত্তেরপি ভবেৎ
নিবাসো দেহান্তাবধি যদিহ বৃন্দাবনভুবি ।
তয়োঃ শ্রীদম্পত্যোর্ম্নবনব বিলাসৈর্বিহরতোঃ
পদ জ্যোতিঃ-পূরৈরপি তু মম সঙ্গোপি ভবিতা ॥

কলুষ-মুরতি আমি, পাপ-পথ অনুগামী,
মোর ভাগ্যে এমন কি হবে—
এ দেহ পতনাবধি, বৃন্দাবনে নিরবধি,
বাস করি জীবন কাটিবে ?
নিতি নব লাস-হাসে, শ্রীদম্পতি সুবিলাসে,
কি সুন্দর চরণের জ্যোতি !
সে চরণে লুটাইব, যুগলের সঙ্গ পাব,
বৃন্দাবনে উপজিবে রতি।

৪২

ভূতং স্থাবর জঙ্গমাত্মকমহো যত্র প্রবিষ্টং কিম
প্যানন্দৈক ঘনাকৃতি স্বমহসা নিত্যোৎসবং ভাসতে
মায়ান্ধীকৃত দৃষ্টিভিস্তু কলিতং নানা বিরূপাত্মনা
তদ্‌বৃন্দাবিপিনং কদাধিবসতঃ স্যান্মে তনুশ্চিন্ময়ী ॥

পশু-পাখী নর-নারী, তরুলতা সারি সারি,
যে-ধামে বসতি করি, পুলকে পাগল ;
আনন্দ-ঘন দেহে, দীপ্ত উজল স্নেহে,
নিতি নব উৎসাহে, করে ঝলমল ;
মায়ার গোলাম যারা, আঁধারে সুপথ-হারা,
অজ্ঞান বশে তারা, হেলা করে যাঁর ;
ত্রিভুবনে অতুলন হে বৃন্দা-উপবন !
চিন্ময় তনু-মন কর হে আমার।

৪৩

যত্র প্রবিষ্টঃ সকলোঽপি জন্তুঃ
সর্ব্বঃ পদার্থোপ্যবুধৈরদৃশ্যঃ।

স্বানন্দ সম্বীত ঘনত্বমেতি
তদেব বৃন্দাবন মাশ্রয়ন্তু ॥

কৃমি-কীটাবধি	যত জীব-আদি,
একবার যদি	পায় গো স্থান ;
আনন্দ-লাসে,	চিদ্ঘন বেশে,
রহে যেই দেশে	বিরাজমান ;
অবোধ যে জন,	আঁধারে মগন,
বুঝেনা কেমন	সে ব্রজভূমি ;
হে জ্ঞানী মানব !	কর তাঁর স্তব,
বৃথা কলরব	ছাড় গো তুমি।

৪৪

বৃন্দাবনস্থেম্বপি যেহত্র দোষান্
আরোপয়ন্তি স্থিরজঙ্গমেষু্।
আনন্দ মূর্ত্তিম্বপরাধিনস্তে
শ্রীরাধিকামাধবয়োঃ কথং স্যুঃ ॥

বৃন্দাবন-নন্দনের স্থাবর জঙ্গম,
আনন্দ-মুরতি-ঘন তনু অনুপম।
অপরাধী যারা তাঁর করে নিন্দা-গান,
রাধা-কৃষ্ণ পদে তারা পায় কি গো স্থান ?

৪৫

যে বৃন্দাবনবাসি নিন্দনরতা যে বা ন বৃন্দাবনং
শ্লাঘন্তে তুলয়ন্তি যে চ কুধিয়ঃ কেনাপি বৃন্দাবনং।

যে বৃন্দাবন মত্র নিত্যসুখচিদ্রূপং সহন্তে ন বা
তৈঃ পাপিষ্ঠনরাধমৈর্ন ভবতু স্বপ্নেঽপি মে সঙ্গতিঃ ॥

বৃন্দাবন-ধাম আর ব্রজবাসী-জন ;
যে-জন কুবুদ্ধি বসে করয়ে নিন্দন ;
বৃন্দাবন গুণ-গাথা যার মুখে নাই,
অথবা খুঁজিয়া ফিরে তুলনার ঠাঁই ;
'চিন্ময়ী শ্রীব্রজধাম নিত্য সুখময়'
—এই সত্য-বাক্যে যার প্রত্যয় না হয় ;
কভু হেন নরাধম পাপিষ্ঠের সনে,
বসতি করিতে যেন হয় না স্বপনে।

৪৬

অসহ্য বহু দুর্ব্বচো যদিহ বদন্তি সাক্ষান্মম
স্ত্রিয়ং বলাদপহরন্তি প্রিয় সুতাদিকং ঘ্নন্তি বা :
ধনাদ্যপিচ জীবনং যদি হরন্তি বৃন্দাবন স্থিতা
স্তদপি তে প্রিয়া মম ভবন্তি বন্দ্যাঃ পরং ॥

বৃন্দাবন-বাসী যদি কভু আসি
অসহ কটুক্তি করে ;
যদি পশু-বলে, ছলে কি কৌশলে,
পরের রমণী হরে ;
বধে স্ব-সন্তান, হরে ধন-মান,
অথবা জীবন লয় ;
তথাপি সে-জন, মোর প্রিয় জন,
সদা বন্দনীয় হয়।

৪৭

পরস্ব স্তেয়ৈক ব্যসনমপি নিত্যং পরবধূ-
প্রসক্তং বিশ্বেষামহহ বহুধা হিংসকমপি।
দুরাচারং লোভাদ্ব্যপহতমপি ভ্রাতররুণং
দিবান্ধ ত্বং বৃন্দাবন গতজনং নাবগণয়েঃ ॥

পরধন হরণে, পরবধূ গমনে,
কাটে দিন ব্যসনে, পাপের ভারে ;
হিংসায় নাচিয়া, লোভে ফিরে যাচিয়া
সদাচার ত্যজিয়া, মিথ্যাচারে।
হেন ব্রজবাসীরে, পদ ধরি এ শিরে,
ঘুচে যায় শরীরে মোহ কালিমা ;
অন্ধের আঁখিতে পায় কিগো দেখিতে ?
নারে তাই বুঝিতে ব্রজ-মহিমা।

৪৮

পরধন-পরদার-দ্বেষ-মাৎসর্য্য-লোভা-
হনৃত-পরুষ পরাভিদ্রোহ মিথ্যাভিলাপান্।
ত্যজতি য ইহ ভক্তো রাধিকা-প্রাণনাথে
ন খলু ভবতি বন্ধ্যা তস্য বৃন্দাবনাশা ॥

পরস্ব-হরণ, পরস্ত্রী-গমন,
দ্বেষ লোভ মাৎসর্য্য,
অসত্য-কথন, পরুষ-বচন,
পরের অনিষ্ট-কার্য্য ;

এ সব ছাড়িয়া, বৃন্দাবন গিয়া,
শ্রীকৃষ্ণে যে সঁপে প্রাণ,
আশা নব বধূ, হাসি মৃদু-মধু,
শুভ ফল দেয় দান।

৪৯

কুরু সকল মধর্ম্মং মুঞ্চ সর্ব্বং স্বধর্ম্মং
ত্যজ গুরুমপি বৃন্দারণ্য বাসানুরোধাৎ।
স তব পরম ধর্ম্মঃ সা চ ভক্তি গুর্ব্বাণাং
স কিল কলুষরাশি র্যদ্ধি বাসান্তরায়ঃ॥

সুখময় বৃন্দাবনে বাসের কারণ,
ছাড়িবারে হয় যদি স্বধর্ম্মাচরণ;
নিখিল অধর্ম্ম যদি হয় আচরিতে,
গুরুজনগণে যদি হয় তেয়াগিতে;
সেই তো পরম ধর্ম্ম নাহিক সংশয়,
সে অমান্য-গুরুজনে ভকতি নিশ্চয়।
বৃন্দাবন বাস-বিঘ্ন যত কিছু কর্ম্ম,
একান্ত পাপের ভরা—নিতান্ত অধর্ম্ম।

৫০

নির্ম্মর্য্যাদাশ্চর্য্য কারুণ্য পূর্ণৌ
রাধাকৃষ্ণৌ পশ্যতশ্চেৎ কদাচিৎ।
যঃ কোপ্যস্মিন্ যাদৃশ স্তাদৃশোবা
দেহস্যান্তে প্রাপ্নুয়াদেব সিদ্ধিং॥

অসীম করুণা-ঘন, রাধা-শ্যাম দুহুঁ জন,
ক্ষণ যদি মিলে দরশন ;
যে-জন সে-জন হোক্, যে-ভাবে সে-ভাবে রো'ক্,
দেহ-অন্তে পায় সিদ্ধি-ধন।

৫১

রাধা-মধুপতি পাদাম্বুজ ভক্তি রসপূর দূর মুক্তস্য।
অজিতেন্দ্রিয়স্য কৃপয়ামম বৃন্দারণ্য মাশ্রয়োভবতু॥

রাধা-গোবিন্দ পদারবিন্দে ভক্তির রসপুর,
ধন্য-ভাজন মান্য-জনের আমি একান্ত দূর ;
অজিতেন্দ্রিয় অধম পামর,—আর কোনো গতি নাই ;
হে বৃন্দাবন ! সুন্দর ধাম ! আশ্রয় যাচি তাই।

৫২

রাধামাধব পাদপঙ্কজ রজঃ প্রেমোন্মদৈতৎ প্রিয়-
ক্রীড়াকানন বাসিষু স্থিরচর প্রাণিষ্বপি দ্রোহিষু।
প্রদ্বেষং পরমাপরাধমহহ ত্যক্তৈ্বতরৈরপ্যঘৈ
র্যুক্তোপ্যা মরণান্ত লব্ধবসতি র্বৃন্দাবনে স্যাৎকৃতী॥

শ্রীরাধা-মাধব-পদ-পঙ্কজ-রাজীবে,
প্রেম-উন্মদ সাজে,
কেলি-কাননের মাঝে,
অনায়াসে নিরলসে বাস করে যে-জীবে ;
তাঁরা যদি হয় অরি,
তথাপি না দ্বেষ করি,
আমরণ যে-নিবাসে শ্রীবৃন্দা-বিপিনে ;

আন অপরাধ যত,
সব তাঁর হয় গত,
পরম সুকৃতিশালী,—ত্রিভুবন সে জিনে।

৫৩

ন লোক বেদোদ্ধৃত মার্গ ভেদৈ
রাবিশ্য সংক্লিশ্যত রে বিমূঢ়াঃ।
হঠেন সর্ব্বং পরিহৃত্য বৃন্দা
বনান্তরে পর্ণকুটীং কুরুধ্বং॥

রে বিমূঢ় জন, এত আয়োজন
কিসের লাগিয়া কর!
যত লোকাচার, বেদের বিচার,
খুটি-নাটি পরিহর।
অসংখ্য পথ, অসংখ্য মত,
শত দিকে তোরে টানে;
হয়ে এক মন, কর বর্জ্জন
লৌকিক অভিমানে।
শ্রীবৃন্দাবনে, অতি নিরজনে
পর্ণ কুটীর রচি;
কাননের বুকে, বাস কর সুখে,
সব দ্বিধা যাক্ ঘুচি।

৫৪

যদ্বল্কস্তু শাস্ত্রাণ্যহহ জনতয়া গৃহ্যতাং যত্তদেব
স্বং স্বং যত্তন্মতং স্থাপয়তু লঘুমতিস্তর্কমাত্রে প্রবীণঃ।

অস্মাকং তূজ্জ্বলৈকোন্মদ বিমলরস প্রেমপীযূষমূর্ত্তেঃ
শ্রীরাধায়া বিহারাটবি মিহ ন বিনান্যত্র নির্য্যাতি চেতঃ ॥

শাস্ত্র সকল, করি কোলাহল,
বকে' যাক্ যাহা খুসি ;
মানুষ তা' খুঁজি, প্রয়োজন বুঝি,
যে-ব্যাখ্যা নিক্ চুষি ;
প্রবীণ পাগল পণ্ডিত দল,
বুণিয়া তর্ক-জাল,
হয়ে লঘু মন, করুক স্থাপন
স্ব-মতের জঞ্জাল ।
মোদের সে সবে, বৃথা কলরবে,
নাই তিল প্রয়োজন ;
বিমল উজল, রসে ঢল ঢল,
আছে এক উপবন ।
প্রণয়ামৃত সাররসান্বিত
শ্রীরাধা-বিহারভূমি ;
জীবনে মরণে, একান্ত মনে,
রহিব সে ধূলি চুমি ।

৫৫

স্নিগ্ধ শ্যামাভিরামচ্ছবি মৃদু মসৃণোত্তপ্ত হেমাবদাতং
জ্যোতির্দ্বন্দ্বং কিশোরাকৃতি মধুর মহোদ্‌ঘূর্ণমানং রসেন ।
নিত্যং যত্রৈব খেলায়তি মদনকলা কৌতুকেনাত্যুদারং
সারং সারাদশেষাদ বতু দশদিশঃ শ্রীবৃন্দাবনং নঃ ॥

অতি অনুপাম, প্রিয় অভিরাম,
মোহন শ্যামল ছবি ;
মৃদুল চিকণ, হেমল বরণ,
জ্যোতি মাঝে আছে ডুবি।
যুগল মাধুরী, কিশোর-কিশোরী,
দুহুঁ দেহে এক মন ;
রসের হিলোলে, কৌতুকে দোলে,
নিতি নব আয়োজন।
কাম-কলা-কেলি রসে কুতূহলি,
কলিত উদার ধাম,
হে সারাৎসার, প্রেম-কান্তার,
রক্ষ হে দশগ্রাম।

৫৬

অপার করুণাকরং ব্রজবিলাসিনী নাগরং
মুহুঃ সুবহু কাকুভি র্নতিভি রেতদভ্যর্থয়ে।
অনর্গলি মহন্মহা প্রণয়সীধুসিন্ধৌ মম
ক্বচিজ্জনুষি জায়তাং রতিরিহৈব বৃন্দাবনে ॥

ব্রজবিলাসিনী-পরাণ-নাগর !
শুন হে অপার করুণা-আকর !
তোঁহারি চরণে বহুত প্রণতি,
নিবেদি আমার প্রাণের আকুতি :—
মহান্ প্রণয়-মদিরা-সায়র,
অবাধ প্রবাহে বহে খরতর ;

সে পিরীতি-মাখা বৃন্দাবনে,
জনমে জনমে রতি রহুঁ মনে।

৫৭

নানা মার্গরতোঽপি দুর্ম্মতিরপি ত্যক্তস্বধর্ম্মোপি হি
স্বচ্ছন্দাচরিতোঽপি দূরভগবৎসম্বন্ধগন্ধোঽপি চ।
কুর্ব্বন্ যত্র স্বকামলোভবশতো বাসং সমস্তোত্তমং
যাযাদেব রসাত্মকং পরমহং তন্নৌমি বৃন্দাবনং ॥

আমি রে কুকুরাধম মহাপাপে লীন!
আপন ধরম ছাড়ি, নানা পথে ঘুরি-ফিরি,
স্বেচ্ছাচারে মত্ত চিত দুর্ম্মতি মলিন;
বিবিধ বিপথ-গত, কদাচারে অনুরত,
ভগবান সনে তিল সম্বন্ধ বিহীন।
কাম ও লোভের বশে, বসতি এ ব্রজবাসে,
তবু তো পেয়েছি গতি উত্তম নবীন;
এ হেন মহিমাময়, পরম সুরসালয়,
চরণে প্রণাম তব হে বৃন্দা-বিপিন!

৫৮

ইহ সকল সুখেভ্যঃ সূত্তমং ভক্তি সৌখ্যং
তদপি চরমকাষ্ঠাং সম্যগাপ্নোতি যত্র।
তদিহ পরমপুংসো ধাম বৃন্দাবনাখ্যং
নিখিল নিগমগূঢ়ং মূঢ়বুদ্ধি র্ন বেদ ॥

এ জগতে শত, সুখ আছে কত,
সকলের সেরা ভকতির সুখ;

সেই সে পরম সুখ অনুপম,
যে ধামে নিয়ত আছে জাগরুক্ ;
নাহি জানে মূঢ়, নিয়ম-নিগুঢ়
চরম সে সুখ-ধামের মহিমা ;
জয় অতুলন শ্রীবৃন্দাবন ,
পরম-পুরুষ-বিলাস-গরিমা ।

৫৯

ভজন্তমপি দেবতান্তর মথাক্ষর ব্রহ্মণি
স্থিতং পশুবদেব বা বিষয়ভোগমাত্রে রতং ।
অচিন্ত্য নিজশক্তিতঃ স্বগত রাধিকামাধব-
প্রগাঢ় রস দুর্মদং কুরুত এব বৃন্দাবনং ॥

আন দেবে যার রতি,
কিম্বা ব্রহ্ম ধ্যানে মতি ;
অথবা পশুর মত
বিষয়ের ভোগে রত ;
হেন বিড়ম্বিত জনে
যদি রহে বৃন্দাবনে,
করুণায় প্রেম-ধাম
পূর্ণ করে মনস্কাম ;
যুগল পিরীতি রস
দিয়া চিত্ত করে বশ ;
গাঢ় প্রেম রস-বান
মত্ত করে তার প্রাণ ।

৬০

যৎ কোট্যংসমপি স্পৃশেন্ন নিগমো যন্নোবিদু র্যোগিনঃ
শ্রীশ ব্রহ্ম শুকার্জ্জুনোদ্ধব মুখাঃ পশ্যন্তি যন্ন ক্বচিৎ।
অন্যৎ কিং ব্রজবাসিনামপি ন যৎ দৃশ্যং কদালোকয়ে
তদ্ বৃন্দাবনরূপ মদ্ভূতমহং রাধাপদৈকাশ্রয়ঃ॥

আগম-নিগম যার এক কণা
ধরিতে ছুঁইতে নারে,
স্তিমিত-লোচন যোগী-ঋষিগণ
সদা ধ্যান করে যাঁরে;
ব্রহ্মা মহেশ পায় না তো শেষ,
লক্ষ্মী খুঁজিয়া ফেরে,
শ্রীকৃষ্ণ-সখা অর্জ্জুন যাঁর
ভাবনায় যায় হেরে;
শুক উদ্ধব স্তব্ধ নীরব
চাহে যাঁর দরশন,
মনে আশা জাগে, যদি কোনো যুগে
পূরয়ে আকিঞ্চন;
রহু আন জন, ব্রজবাসীগণ
দরশন নাহি পায়,
যে ধামের রীতি, পিরীতি মুরতি,
ঠিকানা মিলেনা হায়!
শ্রীমতী চরণে আশ্রয় পেয়ে
এ আশা পূরিবে কবে?

সে অপ্রাকৃত নিত্য শ্রীধাম
স্ব-স্বরূপ দেখাইবে ?

৬১

বিস্মৃত দ্বৈতমাত্রং প্রণয়ময় মহোজ্যোতিরেকার্ণবান্তঃ
শ্রীবৃন্দারণ্যমতুচ্ছলদতুলরসাম্ভোধি তস্মিন্ সখে ত্বং ।
বেশং কিঞ্চিদগৃহীত্বোজ্জ্বল মখিলকলা কোমলাভীরবালা
প্রাণা শ্রীরাধিকায়া কিমপি রসনিধে শ্চাটুকারং ভজেথাঃ

বিমল উজল রসে ঝলমল অমল জ্যোতির মাঝে,
তুলনা বিহীন উছল উর্ম্মি, রসের জলধি রাজে।
উন্মদ নব পিরীতি-সায়র সে মধু বৃন্দাবন ;
ভুলিয়া দ্বন্দ্ব, ভাল ও মন্দ, শরণ লহরে মন !
তিল-আধ আর করিয়োনা দেরি, শুন সখে, মোর কথা,
উজল রসের দাস-বেশে সাজি ত্বরিতে চলরে তথা।
প্রেমরস-নিধি রাধার পরাণ, অনুপ মাধুরী ঢালা,
ছলাকলালাসে সুনিপুণা অতি কোমলা আভীর বালা।
তাদের চরণে লহরে শরণ, আর কোনো পথ নাই,
হয়ে চাটুকার, ব্রজের নাগরী ভজরে ভজরে ভাই !

৬২

দুর্ব্বাসনা-সুদৃঢ়-রজ্জুশতৈ নিবদ্ধম্
আকৃষ্য সর্ব্বত ইদং স্ববলেন কৃষ্ণ।
বৃন্দাবনে বিহরতঃ সহ রাধয়া তে
পাদারবিন্দ সবিধং নয় মানসং মে ॥

অধম-তারণ পতিত-পাবন রাধিকা-রমণ শ্যাম !
শুন শুন নাথ, পতিতের বাণী—মোরে না হইয়ো বাম।
কুবাসনা-ডোরে, পাপের খোঁটাতে, শতপাশে বাঁধা মন ;
তুমি বিনে এই পাশ ঘুচাইবে, না-দেখি এমন জন।
প্রচণ্ড মম দুর্ব্বার মন—চারিদিকে ধেয়ে যায়,
সর্ব্ব-চিত্ত-কর্ষণকারী তুমি হে কৃষ্ণরায় !
মধুর মধুর মধুময় বনে প্রেমময়ী রাধা সঙ্গে,
রসের সায়রে ভাসিয়া ভাসিয়া বিহরিছ কত রঙ্গে।
নিখিলাকর্ষী পরাণ বঁধুয়া, আমারে টানিয়া লহ,
সুকোমল তব শীতল চরণে চির আশ্রয় দেহ।

৬৩

বশীকর্ত্তুং শক্যো নহি নহি মনাগিন্দ্রিয়গণো
গুণোঽভূন্নৈকোঽপি প্রবিশতি সদা দোষনিচয়ঃ।
ক্ব যামঃ কিং কুর্ম্মো হরি হরি ময়ীশোঽপ্যকরুণঃ
স্ববাসং শ্রীবৃন্দাবন বিতর মাঽনন্যগতিকম্ ॥

দুর্ব্বার এই ইন্দ্রিয়গণ
শুনেনা আমার কথা ;
কি করিব বলো, বশ নাহি হলো,
টেনে নেয় যথা-তথা।
দোষের আকর মুইরে পামর,
কোনো গুণ নাই মোর ;
হায় হায় হায়, পাপ-চিন্তায়
রহিনু হইয়া ভোর।

হরি হরি হরি, কি করি কি করি,
কোথা গে' জুড়াব ভাই!
অধম নারকী এ পাপীর প্রতি
বিধিরো করুণা নাই।
সুখের আলয় বৃন্দা-বিপিন,
কর এ করুণা দান,—
অনন্যগতি হীনমতি মোরে
তব কোলে দেহ স্থান।

৬৪

জাতি প্রাণ ধনানি যান্তু সুযশোরাশিঃ পরিক্ষীয়তাং
সদ্ধর্ম্মা বিলয়ং প্রযান্তু সততং সর্ব্বৈশ্চ নির্ভৎস্যতাং।
আধিব্যাধিশতেন জীর্যতু বপুর্লুপ্ত প্রতীকারতঃ
শ্রীবৃন্দাবিপিনং তথাপি ন মনাক্ত্যক্তুং মমাস্তাং মতিঃ

মোর ধন প্রাণ, জাতি অভিমান, কিম্বা সুযশরাশি,
ধরম করম যাহা কিছু আছে, সকল যাউক্ ভাসি।
অথবা সবাই অতি অকারণে বাজাইয়া হাতে তালি,
যাহা মুখে আসে, তাই বলে' মোরে দিক্ সদা গালাগালি;
শতেক বেয়াধি প্রবেশিয়া দেহে করুক শরীর জীর্ণ;
এ বপু আমার চিরদিন তরে হউক অকর্ম্মণ্য।
রাধা-রসময় প্রেমের আলয় শুন হে বৃন্দাবন!
স্বপনেও যেন তথাপি তোমারে ছাড়িতে না-হয় মন।

৬৫

রক্ষতি সংসারভয়াদ্ দোষাকরম্
অপ্যশেষ দেহ ভৃদ্‌বৃন্দং ।
বৃন্দাবনমিতি তেন প্রথিতং
তন্নৌমি কাননং কিমপি ॥

'বৃন্দ'—সমুদয়, আর 'অবন'—রক্ষণ ;
তাই তুমি ধরিয়াছ নাম বৃন্দাবন ।
সর্ব্ব-গুণহীন বহু দোষের আকর,
প্রাণী-বৃন্দ আছে যত তোমার গোচর ;
অবিচারে সকলের দোষ করি ক্ষয়,
তোমার শীতল ছায়ে দিয়েছ আশ্রয় ।
পরম করুণাময় হে কানন-ভূমি !
কোটি দণ্ডবৎ তব শ্রীচরণ চুমি' ।

৬৬

বৃন্দারণ্যাদন্যৎ প্রকৃতে রন্তর্বহির্ব্বাপি ।
নৈবাস্তি মধুরং বস্ত্বিত্যবকলিতং যৈ র্ন্নমস্তেভ্যঃ ॥

'বিশ্বের ভিতরে, অথবা বাহিরে,
বৃন্দাবন সম ঠাঁই,
প্রেম-রসময় মধুর আলয়
জগতে কোথাও নাই ।'
হয়ে ভাগ্যবান, এই দৃঢ় জ্ঞান
প্রত্যয় হয়েছে যাঁর,

ভক্তি-পূত মনে, তাঁহার চরণে,
মোর কোটি নমস্কার।

৬৭

বিভ্রাজত্তিলকা কলিন্দতনয়া নীরৌঘ নীলাম্বরা
উদঞ্চৎকাঞ্চনচম্পকচ্ছবি রহো নানারসোল্লাসিনী
কৃষ্ণপ্রেম পয়োধরেণ রসদেনাত্যন্ত সম্মোহিনী
গোপস্ত্র্যাত্মজবল্লভা বিজয়তে রাধেব বৃন্দাটবী॥

জয় চারু ছবি বৃন্দা-অটবী,
রাধা-সমা মনলোভা ;
তিলক-ধারিণী রাধার নিছনি,
"তিলক তরুর' শোভা।
দুকূল রুচির কালিন্দী নীর,
বেষ্টিত চারু অঙ্গে,
চম্পক দ্যুতি ঠিকরিছে যেন
কনক চাঁপার সঙ্গে।
ফুটন্ত ফুলে, ফলে ও মুকুলে,
রসাল শীতল ছায়া,
রস-লাস ভরে উলসিতা যেন
শ্রীমতীর কম-কায়া।
শ্যাম-প্রেম-রস-সিন্ধু যেমন
উছলিছে পয়োধরে,
স্নিগ্ধ শীতল কুঞ্জ-সুষমা
তেমনি মানস হরে।

গোপেন্দ্র-সুত-বল্লভা রামা
শ্রীরাধা—রাধার ধাম ;
জয় জয় জয় বৃন্দা-বিটপী,
পূরাও মনস্কাম !

৬৮

যস্মিন্ কোটিসুরদ্রুবৈভবযুতা ভূমীরুহাঃ পোষকাঃ
ভক্তিঃ সদ্‌বনিতা মহারসময়া যত্র স্বয়ং শ্লিষ্যতি ।
যত্র শ্রীহরিদাসবর্য্যগণিতাঃ খট্টায়মানাঃ শিলা
স্তদ্ বৃন্দাবনমদ্ভূতং সুখময়ং কো নাম নালম্বতে ॥

অনন্ত কোটি কল্পতরুর সমান বিভবশালী,
যে-দেশের প্রতি তরুর শুষমা বৈভব দেয় ঢালি ;
মহারসময়ী সতী-শিরোমণি স্বয়ং ভক্তি-দেবী,
যে-দেশে আসিয়া প্রেমালিঙ্গনে তোষে মন সদা সেবি ;
সুকোমল চারু শয্যার মত শিলার আস্তরণ,
বিস্তৃত যেথা কাননে-কাননে ফুলময় সে শয়ন ;
শ্রীহরির দাস যে-দেশে নিবাসে পরম পুলক ভরে,
হেন অপূর্ব্ব কুঞ্জ-ভবন কে-না আশ্রয় করে ?

৬৯

বিন্দন্তি যাবৎ প্রণয়ং ন মন্দা
বৃন্দাবনে প্রেম-বিলাসকন্দে ।
তাবন্ন গোবিন্দ-পদারবিন্দ-
সচ্ছন্দ-সদ্ভক্তি-রহস্যলাভঃ ॥

শুন শুন ভাই, শুন সার কথা,—আমার বচন ধর,
গোবিন্দ পদে আশ্রয় পেতে যদি রে বাসনা কর,
প্রণয়-বিলাস-মধুরী-মাখানো-মধুর বৃন্দাবনে,
সুবিমল রতি, শুদ্ধ পিরীতি, যা' আছে তোমার মনে,
সে সব তুলিয়া, নিন্দা গাহিয়া, মন্দ বুদ্ধিগণ,
কত-না কুৎসা করিবে রটনা, তাতে না টলায়ো মন।
আপন-নিন্দা ফুল্ল-মালিকা, যে-জন না গলে পরে,
সহজ সরল যুগল পিরীতি কভু নহে তার তরে।

৭০

স্মারং স্মারং নবজলধরশ্যামলং ধাম বিদ্যুৎ-
কোটিজ্যোতিস্তনুলতিকয়া রাধয়া শ্লিষ্যমাণম্।
উচ্চৈরুচ্চৈঃ সরসসরসং প্রোজ্জ্বলীজৃম্ভমান-
প্রেমণাবিষ্টো ভ্রমতি সুকৃতিঃ কোঽপি বৃন্দাবনান্তঃ

কোটি-বিদ্যুৎ-উজল-কান্তি-তনু-লতা-বেড়া-তনু,
নব-জলধর শ্যামল-শুষমা চারু-তরু মোর কানু।
প্রেম-উন্মাদে স্মরিয়া তাঁহারে, ব্রজের পুণ্যবান্—
আবিষ্ট মনে করয়ে ভ্রমণ, গাহি লীলা-গুণ-গান।

৭১

রাধা পদাঙ্কভূষিত বৃন্দারণ্য স্থলীষু নির্ভর প্রেম্ণা।
হরি হরি কদা লুঠামি প্রতিপদ গলদশ্রুরুল্লসৎপুলকঃ॥

শ্রীরাধিকা-পদধূলি- ভূষিত শ্রীবৃন্দাস্থলী,
অপরূপ পরম শোভন;

কবে পুলকিত গাত্রে, প্রণয়-সজল নেত্রে,
নির্ভয়ে করিব বিচরণ!
চলিতে চলিতে কবে, মহা-ভাব উপজিবে,
হরি হরি! হবে কি সে দিন?
রজে গড়াগড়ি দিয়া, উল্লাসে নাচিবে হিয়া,
হেন প্রেম দিবে সে-বিপিন?

৭২

পূর্ণোজ্জ্বলৎ প্রেমরসৈকমূর্ত্তি
র্যত্রৈব রাধা বিজয়ী হরীতি।
তদেব বৃন্দাবনমাশ্রিতানাং
ভবেৎ পরং ভক্তিরহস্যলাভঃ॥

সুপরিপূর্ণ উজ্জ্বল প্রেম রসের মূরতি শ্যাম,
রাধা-মনচোর যথায় বিরাজে, বৃন্দাবন সে ধাম।
হেন রসময় নন্দিত ধাম আশ্রয় যে-বা করে,
পরম-ভকতি-প্রেম-রহস্য বুঝিতে শকতি ধরে।

৭৩

সর্ব্ব ত্যক্ত্বা সরসবিশদ প্রেমপীযুষসান্দ্রে
বৃন্দারণ্যেঽদ্ভুত তরুলতাগুল্মকাদ্যে মনোজ্ঞে।
রাধাকৃষ্ণোজ্জ্বল গুণগণোদ্গানমত্তালিকীরৈ
র্নীরেণাপি স্থিতিমিহ তনোরধ্যবস্যাবসন্তু॥

অপরূপ তরু-লতা-বীথি ঘেরা, শীতল সরসি ময়,
গাহরে সতত বাঞ্ছিত সেই বৃন্দাবনের জয়।

প্রণয়-পীযূষ ঘন-উজ্জ্বল মধুর অমল গুণ,
মত্ত হইয়া শুক-অলিকুল করে সদা গুন-গুন ;
মন করি থির কুঞ্জ-কুটীরে বাসনার কর লয়,
সুন্দর সেই বৃন্দা-বিপিনে বসতি যেন রে হয় ।

৭৪

শ্রীরাধায়াঃ কনকরুচিরজ্যোতিরঙ্গচ্ছটৌঘৈঃ
শুদ্ধ প্রেমোজ্জ্বলরসময়ৈঃ সেব্যমানং সমন্তাৎ ।
গোবিন্দশ্যাম্বুদরুচিতনো র্জ্যোতিরম্ভোধিপূরৈঃ
সান্দ্রানন্দাত্মভিরপি চিতং নৌমি বৃন্দাবনং তৎ ॥

কনক রুচির দ্যুতি শ্রীমতীর অঙ্গ,
শুদ্ধ প্রেম উজলিত রসের তরঙ্গ ;
জলদ-রুচির তনু নিজ ঘনানন্দ,
উজল জ্যোতির মহা-সায়র গোবিন্দ ।
এই দুহুঁ নিসেবিত জয় বৃন্দাবন,
কোটি দণ্ডবৎ হই ধরিয়া চরণ ।

৭৫

নিন্দা বা স্তুতিরেব বা বহুবিপৎ সম্পত্তিরেবাস্তু বা
পাণ্ডিত্যং বত মূর্খতাপি যদি বা রাগোবিরাগোঽথবা ।
যৎ কিঞ্চিস্তবতু শ্রুতেরপি মনাগ্ লক্ষ্যং যদ্বৈভবং
তদ্ বৃন্দাবিপিনং ন জীবনমহং স্বপ্নেঽপি হাতুং ক্ষমঃ ।

স্তুতি-অখ্যাতি সম্পদ-রতি
অথবা বিপদ হোক,

মোর অনুরাগী কিম্বা বিরাগী
হোক্-না সকল লোক ;
পণ্ডিত নামে বিদেশে কি গ্রামে
খ্যাতি থাক্ বারোমাস,
অথবা সকলে মূর্খ টা বলে,
করুক-না পরিহাস।
নিগম যাঁহার মহিমার ভার
বিন্দু বুঝিতে নারে ;
স্বপনেও মন সে-বৃন্দাবন
কভু কি ছাড়িতে পারে ?

৭৬

চণ্ডাল শ্ব খরাদি বা যদি জনাঃ কুর্ব্বন্তি সর্ব্বে তিরস্কারং
দুর্ব্বিসহঞ্চ তেন নহি মে খেদোস্ত্যনীয়ানপি।
দেবা দেব্য ইমে চ ভূতনিবহাঃ প্রাণাংশ্চ দদ্যুর্ম হা
স্নেহাত্তুষ্টিমতো ন মে গুরু তৃষা বৃন্দাবনীয়ে রসে ॥

চণ্ডাল গাধা কিম্বা কুকুর, যাহা খুসি তাই বলি,
বিশ্ব ভরিয়া সকলে আমায় দেয় যদি গ'লাগালি ;
অসহনীয় সে কঠোর বচনে কিবা আসে যায় ভাই ?
নিন্দায় মোর বিন্দুমাত্র খেদ নাই—খেদ নাই।
স্বর্গের যত দেব-দেবীগণ, মর্ত্ত্যের জীব আর,
আমার লাগিয়া মমতার বশে ছাড়ে যদি প্রাণ তার ;
একান্ত সেই বান্ধবের এ অযাচিত প্রাণ-দানে,
বিন্দুমাত্র তুষ্টি আমার নাই ভাই, নাই প্রাণে।

কেবলানন্দ সুন্দর সেই রসের বৃন্দাবন ;
তাঁহারি লাগিয়া পিপাসিত প্রাণ, ক্ষুধিত এ তনু-মন।

৭৭

ভ্রাতঃ সমস্তান্যপি সাধনানি
বিহায় বৃন্দাবনমাশ্রয়স্ব।
যথা তথা প্রাক্তন বাসনাবশাৎ
শরীর বাণী হৃদয়ং বিচেষ্টতাং ॥

মূত্র-পুরিষ-ক্লেদময় এই সাধের শরীর হায়!
না-শুনিয়া কথা, যাক্ যথা-তথা, নিরাশ হয়োনা তায়।
বাসনার বশে রসনা তোমার বলুক্-না যাহা খুসি ;
থাকুক্ সতত কুরসে মগন, কাজ নাই তারে দুষি।
দুর্ব্বার হিয়া প্রাক্তন-বলে হইয়া বিষম ক্ষিপ্ত,
অশেষ প্রকার গহিত কাজে অবিরত থাক্ লিপ্ত।
এই সব বৃথা ভাবনায় তোর নাই কোনো প্রয়োজন ;
সাধন ভজন সকল ছাড়িয়া স্মররে বৃন্দাবন।

৭৮

তাদৃক্ কামো ভবতু ভগবন্ যেন কস্যাঞ্চিদেণী
দৃশ্যাসক্তোঽপ্যহহ ন বহির্যামি বৃন্দাটবীতঃ।
তাদৃগ্দম্ভোঽপ্যুদয়তু তথাহঙ্কৃতিশ্চাপি মে স্যাৎ
যেনাপ্যস্মিন্ রসময়বনে রোচয়ে নিত্যবাসং ॥

এমন বাসনা হোক্ ভগবন্!
এমন বাসনা হোক্,—
বর্ণনাতীতা শ্রীমতীর বনে গমনের সদা ঝোঁক্।

এমন দম্ভ হোক্ মোর মনে
অহঙ্কারের বশে,—
রসময় বনে অবিরত যেন বাস করি রুচি-রসে।

৭৯

বরং বৃন্দারণ্যে হরি হরি করে খর্পর ভৃতো
ভ্রমামো ভৈক্ষ্যার্থং শ্বপচগৃহবীথীষু দিনশঃ।
তথাপি প্রাচীনৈঃ পরমসুকৃতৈ রত্র মিলিতং
ন নেষ্যামোহন্যত্র ক্বচিদপি কথঞ্চিদ্বপুরিদং ॥

নিশিদিন কোনো মতে, বেড়াইব পথে পথে,
থাকিয়া শ্রীবৃন্দাবন বাসে ;
খর্পর লইয়া করে, চণ্ডালের ঘরে ঘরে,
ভিক্ষা মেগে খাব অনায়াসে।
তথাপি সুকৃতিশালী, প্রাচীন পণ্ডিত বলি,
এ দেশের বিখ্যাত যাহারা,
সে-সবার সঙ্গ-ক্রমে, মোর এ শরীর ভ্রমে,
কোথাও না-যাবে ব্রজ ছাড়া।

৮০

জরৎকন্থামেকাং দধদপিচ কৌপীনমনীশং
প্রগায়ন্ শ্রীরাধামধুপতি রহঃকেলি লহরীং।
ফলং বা মূলং বা কিমপি দিবসান্তে কবলয়ন্
কদা নেষ্যে বৃন্দাবন ভুবি দশাং জীবনময়ীং ॥

কবে রে হইব কৌপিনধারী, গায়ে দিব ছেঁড়া কাঁথা,
গাহিয়া বেড়াব রাধা-রমণের বিলাস-লহরী গাথা।

ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া দিবা-অবসানে ফল-মূল যাহা পাব,
অবিচারে তাই মস্তকে ধরি, তাঁর দান বলে' খাব।
একান্ত মম প্রাণের বাসনা পূর্ণ হইবে কবে ?
শ্রীবৃন্দাবনে আনন্দ-মনে আজীবন বাস হবে।

৮১

প্রকৃত্যুপরি কেবলে সুখনিধৌ পরব্রহ্মণি
শ্রুতি প্রথিতবৈভবং পরপদং বিকুণ্ঠাভিধং।
তদন্তরখিলোজ্জ্বলং জয়তি মাথুরং মণ্ডলং
মহারসময়ং সখে কলয় তত্র বৃন্দাবনং॥

প্রকৃতির উর্দ্ধে আঁকা, অবিমিশ্র সুখ-ছাঁকা,
পরব্রহ্মে স্থির অবস্থিত—
বেদ-বিধি অগোচর, অনন্ত বৈভবধর,
শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম বিরাজিত।
সে দীপ্ত বৈকুণ্ঠ মাঝে, অখিল উজল সাজে,
জয়যুক্ত মথুরা মণ্ডল;
সে মণ্ডল মধ্য-মণি, অনন্ত রসের খণি,
আছে সখা, বৃন্দাবন-স্থল।

৮২

কদা বৃন্দারণ্যং শ্রবণ রসন স্পর্শন নিরী-
ক্ষণ ঘ্রাণাদ্যৈ মে ভবতি রসসিন্ধু স্রবদিব।
কদা বা তল্লোকোত্তররসমদান্ধো মধুপতে
গুণানুচ্চৈরুচ্চৈঃ সরসমিহ গাশ্যামি পরিতঃ॥

হায়রে, আমার হেন শুভদিন আর কতদিনে হবে !
বৃন্দা-বিপিন-গুণগান সদা শ্রবণে লাগিয়া রবে ;
রসাল মধুর ফল-মূল কবে রসনায় দিবে সুখ,
রস-লাসময় কুঞ্জ-কুটীর পরশনে যাবে দুখ ;
হেরিয়া মাধুরী, বিলাস চাতুরী, নয়নে বহিবে লোর,
চন্দন-পূত-অঙ্গ-গন্ধ-পরিমলে হব ভোর ;
রসের সিন্ধু ধারা বরিষণে রস-মদে হব অন্ধ,
রস-নাগরের যশ-লীলা গানে ধ্বনিবে মানস-ছন্দ ।

৮৩

স্বানন্দ সচ্চিদ্‌ঘন রূপতা মতি
র্যাবন্নবৃন্দাবনবাসি জন্তুষু ।
তাবৎ প্রবিষ্টোঽপি ন তত্র বিন্দতে
ততোঽপরাধাৎ পদবীং পরাৎপরাং ॥

'বৃন্দাবনবাসী যত জীব-জন্তুচয়,
আনন্দ-সচ্চিদ্‌-ঘন—নাহিক সংশয় ।'
হেন অনুভূতি যার প্রাণে নাহি জাগে,
সাধন-দুর্ল্লভ-পদ নহে তার ভাগে ।

৮৪

যদৈব সচ্চিদ্রসরূপ বুদ্ধি
র্বৃন্দাবনস্থ স্থির জঙ্গমেষু ।
স্যান্নির্ব্ব্যলীকং পুরুষস্তদৈব
চকাস্তি রাধাপ্রিয়সেবিরূপঃ ॥

'বৃন্দাবনে আছে যত স্থাবর জঙ্গম,
সৎ-চিৎ-রস-রূপ অতি অনুপম।'
হেন সত্য যার চিত্তে হয়েছে প্রত্যয়,
শ্রীমতীর প্রিয় সেবা পেয়ে ধন্য হয়।

৮৫

সকল বিভব সারং সর্ব্ব ধর্শ্মৈক সারং
সকল ভজন সারং সর্ব্ব সিদ্ধৈক সারম্।
সকল মহিম সারং বস্তু বৃন্দাবনান্তঃ
সকল মধুরিমাম্ভোরাশি সারং বিহারং॥

জয় জয় বৃন্দা-বিহার!
সকল বিত্ত, সকল ধর্ম্ম,
সকল ভজন সার।
নিখিল সিদ্ধি লুটায় চরণে,
সীমা নাই মহিমার;
জয় অচিন্ত্য ঘন মধুরিমা
অমিয়ার পারাবার।

৮৬

দৈবীবাক্ প্রতিষেধিনী ভবতু মে স্যাদ্বা গুরূণাং গিরাং
শ্রেণী শাস্ত্রবিদামিহাস্তু বহুধা যঃ কোঽপী কোলাহলঃ।
ত্যক্ত্বা সাধনসাধ্যজাত মখিলং লগ্নস্তু মে রাধিকা
ক্রীড়াকানন বাস সম্পদি মনাক্ ব্যাবর্ত্ততে নো মনঃ॥

ফুকারি সঘন, দৈব বচন,
যদি মোরে কহে আন,

গুরুজন যদি হইয়া বিরোধী
করে গুরু বাধা দান ;
শাস্ত্র সকল, তুলি কোলাহল
নিষেধ বচন ঝাড়ে,
তথাপি কখন লগ্ন এ মন
কভু কি ফিরাতে পারে ?
অখিলারাধ্য, সাধন-সাধ্য,
শ্রীরাধার ক্রীড়া ভূমি ;
বাস-সম্পদে আছি মনোমদে,
এ সোনার ধুলি চুমি।

৮৭

প্রগায়ন্নটন্নুন্মসন্না লুঠন্ বা
প্রধাবন্ রুদন্ সম্পতন্মূর্চ্ছিতো বা।
কদা বা মহাপ্রেম মাধ্বী মদান্ধ
শ্চরিষ্যামি বৃন্দাবন-লোকবাহ্যঃ ॥

হরি হরি, কবে হ'ব বৃন্দাবন বাসী !
ছাই দিয়া লোক-মুখে গাহিব নাচিব সুখে,
কাঁদিয়া বেড়াব দিবানিশি।
সেদিন ক'দিনে হবে, ব্রজের ধুলায় কবে,
হেসে হেসে গড়াগড়ি দিব ;
প্রেম-মদে মাতলিয়া, উল্লাসে নাচিবে হিয়া,
পেয়ে নিধি মূর্চ্ছিত হইব।

কালিন্দীর কূলে কূলে, আনন্দে বেড়াব ঢুলে,
দূরে যাবে সকল ধরম ;
ব্রজের নেশায় মাতি, মিশে যাবে দিবা-রাতি,
এই মোর একান্ত মরম ।

৮৮

ন লোকং ন ধর্ম্মং ন গেহং ন দেহং
ন নিন্দাং ন স্তুতিং বা পি সৌখ্যং ন দুঃখম্
বিজানন্ কিমপ্যুন্মদঃ প্রেমমাধ্ব্যা
গ্রহগ্রস্তবৎ কর্হি বৃন্দাবনে স্যাম্ ॥

বিধি-ধর্ম্ম লোকাচার, গৃহ-পরিজন আর,
সুখ-দুঃখ গণিবনা মনে ;
দেহ-চিন্তা পরিহরি, স্তুতি-নিন্দা শিরে ধরি,
বিচরিব দিব্য বৃন্দাবনে ।
প্রেম-সুরা করি পান, খসে যাবে অভিমান,
উনমদ রসে মাতোয়াল ;
কবে গ্রহগ্রস্ত-বৎ, ঢুঁড়িব ব্রজের পথ,
এই আশা মনে চিরকাল ।

৮৯

হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি মুখ্যান্
মহাশ্চর্য্য নামাবলী সিদ্ধ মন্ত্রান্ ।
কৃপামূর্ত্তি চৈতন্যদেবেন গীতান্
কদাভ্যস্য বৃন্দাবনে স্যাং কৃতার্থঃ ॥

হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম, শক্তিশালী সিদ্ধ নাম,
ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের খণি ;
করিলেন পরচার, করুণার অবতার
শ্রীচৈতন্য ন্যাসী-শিরোমণি।
সদানন্দ অভিরাম, প্রেম-রসে মাখা নাম,
কত দিনে হইবে অভ্যাস ?
জপিতে জপিতে কবে, কৃতার্থ হইব ভবে,
করিব শ্রীবৃন্দাবনে বাস।

৯০

হৈমস্ফাটিকপদ্মরাগ-রচিতৈর্ মাহেন্দ্রনীলৈর্ দ্রুমৈ
র্নানা রত্নময়স্থলীভিরলিভি ঝঙ্কারিতোদ্বল্লিভিঃ।
চিত্রৈঃ কীর-ময়ূর-কোকিলমুখৈর্ নানা বিহঙ্গৈর্লসৎ-
পদ্মাদ্যৈশ্চ সরোভিরদ্ভুত মহং ধ্যায়ামি বৃন্দাবনম্॥

কনক-ফটিক-পদ্মরাগের রচিত মুকুতা পাঁতি,
মেঘ-নীলমণি বিটপী লতায় খেলে যথা দিবা-রাতি ;
অযুত রতন-ছানিত মাধুরী—উজল মাণিকে বেড়া,
ফুল্ল কুসুমে অলি গুঞ্জন—কুঞ্জ-কাননে ঘেরা ;
শুক শারী আর ময়ূর কোকিল বিহঙ্গ নানা জাতি,
কত-না রঙ্গে স্বর-তরঙ্গে গাহে আনন্দে মাতি ;
চারু শোভাময় সরোবর মাঝে কমল বিকশি হাসে ;
হেন অদভুত বৃন্দা-বিপিন যেন মোর ধ্যানে আসে।

৯১

তাম্বূল-পানক-মনোহর-মোদকাদি-
রম্যে লসন্মদুল-পল্লব-চারু তল্পে।

দ্বারস্থিতালিভিরহো সুহৃদাববেক্ষ্য
বৃন্দাবনং স্মর নিকুঞ্জ-গৃহৈর্মনোজ্ঞম্ ॥

সুকোমল নব পল্লবদলে রচিত শয়ন খানি,
বিহরয়ে মোর নন্দকিশোর—বামে শোভে রাধারাণী।
সুন্দর চারু কুঞ্জ-কুটীর শোভিছে রম্য বনে,
সরস খাদ্য মোদকাদি কত—শীতল পানীয় সনে।
তাম্বুলাধারে রসাল পর্ণ কর্পূর-বাসে ভরা,
মঞ্জু কুঞ্জে ভুঞ্জয়ে রতি, রস-লাসে মাতোয়ারা।
দ্বারের বাহিরে দাঁড়ায়ে গোপনে সখীরা নীরব হেসে—
লতা-বাতায়নে দু'নয়ন দিয়া হেরে লীলা অনিমেষে।
হেন নন্দিত বৃন্দা-বিপিন ত্রিভুবনে অতুলন,
একান্ত প্রাণে অবিরাম ধ্যানে স্মরণ কর রে মন!

৯২

ক্বচিদ্রতি বিমর্দ্দিত প্রসর তল্পকৈঃ কুত্রচিদ্
রতোপকরণান্বিত প্রিয় মৃদু প্রসূনাস্তরৈঃ।
ক্বচিৎ প্রমদরাধিকামধুপতি প্রবৃত্তোৎসবৈঃ
সদা নব নিকুঞ্জকৈঃ স্মর সুমঞ্জু বৃন্দাবনম্ ॥

রতি-কেলি-বিমর্দ্দিত, হীরা-মোতি-সুখচিত,
পরিসর ফুলের বিছানা;
মৃদুল সুগন্ধি মাখা, প্রফুল্ল প্রসূনে ঢাকা,
ঝলমল চন্দ্রাতপ খানা।
রাধা-শ্যাম দুহুঁ জনে, বিহরে প্রমত্ত মনে,
নিকুঞ্জ কানন করি আলা;

নিত্য নব মহোৎসবে, রতি-রাগ কলরবে,
রাস-রসে প্রেমে আত্ম-ভোলা।
মদির মাধুরীময়, চিদানন্দ সুধালয়,
সুকোমল চারু বৃন্দাবন;
রসের সে নিকেতনে, নিবিড় একান্ত মনে,
আনন্দে স্মরণ কর মন!

৯৩

রাধাকৃষ্ণ রহঃ সুহৃৎ ক্ষিতিধরস্যোপত্যকাসু স্ফুরন্
নানা কেলি নিকুঞ্জবীথিষু নবোন্মীলৎকদম্বাদিষু।
ভ্রামং ভ্রাম মহর্নিশং ননু পরং শ্রীরাসকেলিস্থলী
রম্যাস্বেব কদাপ্রকাশিতরহঃ প্রেমা ভবেয়ং কৃতী॥

রাধা-মাধবের লীলা-মাধুরীর মধুর মদির ধাম;
জয় প্রিয়তম গিরি অনুপম—শ্রীগোবর্দ্ধন নাম!
নানা কেলিময় নিকুঞ্জ-পথে বেষ্টিত চারু কায়া,
নব বিকশিত কদম্ব তরু বিতরে শীতল ছায়া।
গোপত গুহার গহন বিজনে গোপন রসের খেলা,
সে লীলা হেরিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, কাটিবে কি সারা বেলা?

৯৪

অলং ক্ষয়িসুখদুঃখদৈ র্যুবতি পুত্র বিত্তাদিকৈ
র্বিমুক্তি কথয়াপ্যলং মম নমো বিকুণ্ঠশ্রিয়ে।
পরন্ত্বিহ ভবে ভবে ভবতু বার্ষভানব্যথো
ব্রজেন্দ্রতনয়ো বনে লসতি যত্র তস্মিন্ রতিঃ॥

দুঃখের আলয়, দিনে দিনে ক্ষয়, দারা সুত ধন জন ;
ক্ষণিক সুখের ব্যর্থ আরামে নাই মোর প্রয়োজন।
মুক্তি পথের তত্ত্ব-কথায় মত্ততা নাহি মম ;
ঊর্দ্ধে থাকুন শ্রীবৈকুণ্ঠ, দূর হতে করি নম।
ব্রজেন্দ্রসুত-বৃষভানুসুতা যে-দেশে বিহার করে,
জনমে জনমে সে রসের ভূমে মোর চিত-মন হরে।

৯৫

নামামি বৃন্দাবনমেব মূর্দ্ধ্না
বদামি বৃন্দাবনমেব বাচা।
স্মরামি বৃন্দাবনমেব বুদ্ধ্যা
বৃন্দাবনাদন্য দহং ন জানে ॥

রম্য কানন শ্রীবৃন্দাবনে আমি নোয়াইব মাথা ;
আমার রসনা শুধুই গাহিবে ব্রজমণ্ডল-গাথা।
বুদ্ধি-চিত্ত স্মরিবে নিত্য, সত্য বৃন্দাবন ;
বৃন্দা-বিপিন ভিন্ন অন্য জানেনা আমার মন।

৯৬

রাধাপতি রতিকন্দং বৃন্দাবনমেব জীবনং যেষাং।
তচ্চরণাম্ভোজরেণো রাশামেবাহমাশাসে ॥

রাধাপতি-রতিকন্দ
শ্রীবৃন্দাবন ভূমি ;
যাঁর জীবনের বন্দ্য,
তাঁহার চরণে নমি।

মাখিয়া সে পদ-রেণু
ব্রজ ধামে লব বাসা ;
সার্থক হবে তনু,
একান্ত এই আশা।

৯৭

গৃণন্তি শুকশারিকাঃ সুচরিতানি রাধাপতে
স্তদেক পরিতুষ্টয়ে তরুলতাঃ সদোৎফুল্লিতাঃ।
সরাংসি কমলোৎপলাদিভিরধুশ্চ যত্র শ্রিয়ং
তদুৎসবকৃতে মনঃ স্মর তদেব বৃন্দাবনং॥

শ্রীরাধাপতির সুচরিত-গাথা শুক-শারী গান করে,
নব পল্লবে তরুলতাদল মুকুলিত তাঁর তরে।
শ্রীরাধাপতির উৎসব লাগি সরোবরে এ কি মেলা,
কমল-কুমুদ-কহ্লার সনে সমীরণ করে খেলা।
শ্রীরাধাপতির রতি-কেলিময় সুন্দর উপবন,
একান্ত মনে, বসি নিরজনে, স্মরণ কর রে মন!

৯৮

নানাকেলি নিকুঞ্জ মণ্ডপযুতে নানাসরোবাপিকা-
রম্যে গুল্মলতাদ্রুমৈশ্চ পরিতো নানাবিধৈঃ শোভিতে।
নানাজাতিসমুল্লসৎখগমৃগৈ র্নানাবিলাসস্থলী-
প্রদ্যোতদ্যুতিরোচিষি প্রিয় কদা ধ্যেয়োঽসি বৃন্দাবনে॥

কেলি-কলা-মুখরিত বিচিত্র সুন্দর,
কি নিবিড় নিকুঞ্জ-মণ্ডপ মনোহর!

স্থানে স্থানে রম্য বাপী সরসী অতল,
তরু-লতা-গুল্ম-ঘেরা ছায়া সুশীতল।
নানা জাতি পশু-পাখী উল্লাসে বিহরে,
অপরূপ খগ-মৃগ সদানন্দে চরে।
বিলাস-কৌতুকময় রম্য বৃন্দাবন,
হে প্রিয়! ধ্যানের গম্য হবে কি কথন?

৯৯

যত্রৈবাতিরসোন্মদং বিহরতে মৎ প্রেষ্ঠবস্তুদ্বয়ং
ভক্তিঃ কাপি মহারসোৎসবময়ী যত্রৈব নিঃস্যন্দতে।
যত্রৈব প্রবিশন্তি নৈব নিগম শ্রেণীগিরাং ভঙ্গয়
স্তস্মিন্নেব মমাস্তু ধীঃ প্রণয়িণী বৃন্দাবনে পাবনে॥

মম প্রিয়তম দুহুঁ—অতি রসভরে—
যে দেশে পাগল-পারা উল্লাসে বিহরে;
মহামহোৎসবময়ী ভকতির ধারা—
উছলি বহিয়া যায়—প্রেমে মাতোয়ারা;
বেদের বচন ভঙ্গি—যাঁহার দুয়ারে—
থমকি দাঁড়ায়ে রয়—প্রবেশিতে নারে;
অখিল-পাবন সেই মধু বৃন্দাবনে,
লাগুক্ পিরীতি-রস আমার এ মনে।

১০০

বাণ্যা গদ্‌গদয়া কদা মধুপতের্নামানি সংকীর্ত্তয়ে
ধারাভির্নয়নাম্ভসাং তরুতল ক্ষৌণীং কদা পঙ্কয়ে।

দৃষ্টা ভাবনয়া পুরোমিলদিব স্বান্তস্থভোগ্যং মহো-
দ্বন্দ্বং হেমহরিন্মণিচ্ছবি কদা নংস্যে মুহুর্বিহ্বলঃ ॥

শ্রীমধুসূদন নাম গাহিয়া গাহিয়া,
গদগদ হবে বাণী—উথলিবে হিয়া ;
নয়নে বহিবে ধারা কবে অবিরল,
পঙ্কিল হইবে তাহে বিটপীর তল।
হেম-নীলমণি-দ্যুতি একান্ত-যুগল,
অন্তর-দীপালি কবে জ্বালিবে উজল !
অনুরাগী যোগী-ভোগ্য যুগ্ম ছবি হেরি,
বিহ্বল হইয়া কবে দিব গড়াগড়ি।

১০১

বৃন্দারণ্যনিকুঞ্জসীমনি বসন্ প্রেমান্তরশ্চিন্তয়ন্
স্ব প্রাণৈকধনং কিশোরমিথুনং দ্রক্ষ্যাম্যকস্মাৎ কদা।
শ্যামাঃ কাশ্চনচন্দ্রিকা রসময়ী গৌরীশ্চ কাশ্চিচ্ছটাঃ
পশ্যামি শৃণুয়াঞ্চ শীত মধুরাঃ কাশ্চিন্মিথো বাক্‌সুধাঃ ॥

কবে রম্য বৃন্দারণ্যে, নিকুঞ্জ-নিভৃতে,
একান্তে চিন্তিব বসি প্রেমাতুর চিতে !
আমার জীবন-ধন কিশোর-কিশোরী,
অকস্মাৎ পাব দেখা যুগল মাধুরী ;
কবে শ্যাম-কাঞ্চনের জ্যোছনা উজল
রসময়ী ছটা মাখি হইব পাগল !
কবে স্নিগ্ধ সুমধুর দুহুঁ সম্ভাষণ—
শুনিয়া সার্থক হবে তৃষিত শ্রবণ !

১০২

বৃন্দারণ্যে কিমপি জনতা দুষ্প্রবেশং প্রদেশং
গত্বা প্রোচ্চৈ র্নিজদয়িতয়োর্নাম জল্পন্নুদশ্রু।
অত্যন্তার্ত্ত্যা বিকলবিকলো দিব্যমূর্ত্ত্যা কয়াপি
শ্রীশর্ষ্যাজ্ঞাকরমৃগদৃশা বাক্সুধাস্বাদিতঃ স্যাং॥

বৃন্দাবনের জনতা-বিহীন দুর নিরজন বনে,
নীরবে পশিয়া, নিভৃতে বসিয়া, স্মরিব পরাণ-ধনে।
হা রাধে হা রাধে হা কৃষ্ণ বলি, ঝরিবে নয়নে জল,
প্রাণবঁধু লাগি আকুলি-ব্যাকুলি কাঁদিব গো অবিরল।
শুনিয়া আর্ত্তি, দিব্য মূর্ত্তি পরমেশ্বরী রাই—
হরিণ-নয়না কিঙ্করী তাঁর পাঠাবেন মম ঠাঁই।
আসিয়া সে ধনী সান্ত্বনা-মাখা কহিবে কতই কথা;
শুনিয়া বচন জুড়াবে জীবন, ঘুচিবে সকল ব্যথা।

১০৩

এতৎ কারুণ্যপুঞ্জং কতিদিনকলিত স্বাশ্রয়প্রৌঢ়রাধা-
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি দ্বন্দ্ব গূঢ় প্রণয়ভব রসাভ্যঞ্জিতোদারদৃষ্টম্।
শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনং মে নিজ পরম চমৎকারিরূপেণ সান্দ্রা-
নন্দৌঘস্যন্দি বপ্রোচ্ছলিত মধুরিমৈকার্ণবেনাবিরাস্তাম্।

অনন্ত করুণামাখা সৌভাগ্যের সার—
কবে বৃন্দাবন হবে আশ্রয় আমার!
নিগূঢ় প্রণয়-ভাব-রসে মাতোয়ারা,
পরশি যুগল-পদ হব জ্ঞান-হারা।

উদার আনন্দ-ঘন স্বরূপ-কল্লোলে,
অদ্বিতীয় মধুরিম সিন্ধু যায় চলে';
উচ্ছলিত বেলা-ভূমি অতি চমৎকার,
কবে আবির্ভূত হবে অন্তরে আমার!

১০৪

কদা সুদৃঢ় ভাবনোদিত নিজেষ্টরূপং মনা-
গপিস্মৃত শরীরকেণ হি রসে প্রবিষ্টোহদ্ভুতে।
ক্ষণং কিমু মুহূর্ত্তকং কিমথ যামমেবাস্থিতো
বহির্দৃগপি মুগ্ধবৎ ব্যবহরামি বৃন্দাবনে॥

সুদৃঢ় ভাবনা-ফলে নিজ ইষ্ট মূর্ত্তি—
চিত্তমাঝে ধীরে ধীরে কবে হবে স্ফূর্ত্তি!
অসীম অদ্ভুত রসে আবিষ্ট হইয়া,
দেহের সীমানা কবে যাব হারাইয়া!
প্রহরেক তরে, কিম্বা ক্ষণকাল চিত,
অথবা মুহূর্ত্ত মাত্র হবে সমাহিত।
সকল হইবে লুপ্ত—মন রবে স্থির—
অন্তরে একান্ত হব—লুকাবে বাহির।

১০৫

নান্যদ্বদামি ন শৃণোমি ন চিন্তয়ামি
নান্যদ্ব্রজামি ন ভজামি ন চাশ্রয়ামি।
পশ্যামি জাগ্রতি তথা স্বপনেঽপি নান্যৎ
শ্রীরাধিকা রতিবিনোদবনং বিনাহং॥

শ্রীরাধার রতিকেলি-বিনোদ-কানন,
সেই মম ধ্যান-জ্ঞান জীবন মরণ।
আর কোনো কথা মোর বলিবার নাই,
আর কিছু কথা আমি শুনিতে না-চাই ;
অন্য রূপ চিন্তা করি নাহি প্রয়োজন,
অন্য কোনো দেশে আমি যাবনা কখন ;
বৃন্দাবন বিনা কিছু ভজিতে না-চাই,
এমন আশ্রয় আর ত্রিভুবনে নাই ;
জাগরণে নয়নে না নেহারিব আন,
স্বপনেও বৃন্দাবন ভাবনা-ধেয়ান।

১০৬

"কিং মাং খেদয়সে বিমুঞ্চ বসনং" "তল্লোত্তমেস্মিন্ সুখে
নাগত্য স্বপিহি" "ত্যজ ত্যজ ভুজং" "শ্লিষ্যামি কান্তে সকৃৎ।"
"আঃ কিং নির্দ্দয় মুঞ্চ মুঞ্চ" "ন কিমপ্যাপীড়য়ে" রাধিকা
কৃষ্ণালাপমিমং কদা নু শৃণুয়াং বৃন্দাটবী কীরতঃ॥

"কেন দুখ দাও—অঞ্চল ছাড়"
কহে চঞ্চলা রোষে ;
"বারেক আসিয়া এ সুখ শয়নে
শুতে কে তোমারে দোষে ?"
শুনিয়া মিনতি কহিছে শ্রীমতী,
বর্দ্ধিত রতি-রাগে,
"এমন করিয়া ধরিয়োনা হাত,
ছেড়ে দাও—বড় লাগে।"

রসের আকর কহিছে নাগর,
"ওগো প্রিয়ে, ভয় নাই ;
একবার শুধু ও-রস-তনুর,
আলিঙ্গন যে চাই ।"
রাই কহে "বঁধু, নির্দ্দয় তুমি,
ছাড় ছাড়—নাই কাজ ;"
"বিন্দু বেদনা তোমারে দিবনা"
হাসি কহে রসরাজ ।
বৃন্দাটবীর উচ্চ শাখায়
পুচ্ছ নাচায়ে শুক,—
হেন রসালাল করিবে আলাপ,
শুনিয়া ঘুচিবে দুখ ।

১০৭

কদা বা স্বচ্ছন্দং দিনরজনি বৃন্দাবনবনে
চরন্নেকঃ স্বস্ত্যদ্ভুত নব নিকুঞ্জালিষু বিশন্ ।
অকস্মাদেকসৌকীর মধুর কৈশোর সুধয়া
'ইতো ন ত্বং যায়া' ইতি মৃদুগিরা বারয়তি মাং ॥

দিবস-যামিনী বৃন্দাবনের বনে বনে বিচরিব,
একান্ত মনে ভ্রমিতে ভ্রমিতে নিকুঞ্জে প্রবেশিব ।
অদ্ভুত সেই বিলাস-কুঞ্জ-দুয়ারে যাইব যবে,
মৃদুল বচনে নিবারিবে শুক, সুন্দর সুধা রবে ;—
"ওদিকে যেয়োনা—ওদিকে যেয়োনা" সে বড় মধুর বাণী !
স্তম্ভিত আমি রহিব দাঁড়ায়ে, জুড়িয়া যুগল পাণি ।

১০৮

কদা বা তূষ্ণীকঃ শিথিল সমস্ত ব্যবহৃতিঃ
ত্যজন্ দীর্ঘশ্বাসং কথমপি গৃহীতৈক কবলঃ।
সদা জাগ্রৎপ্রায়ঃ ক্ষণমুদিততন্দ্রোঽক্ষতি মধুরং
তদালোকে বৃন্দাবনভুবি নিজপ্রাণমিথুনং ॥

কবে ছুটে যাবে সব ব্যবহার-কর্ম্ম,
মৌন-আচার হবে মরমের ধর্ম্ম;
যাহা-পাব-তাই হবে উদরের অর্ঘ্য,
বিরহে বহিবে সদা নিশ্বাস-দীর্ঘ;
জাগ্রত-প্রায় ঘুমে হবে যবে তন্দ্রা,
আনন্দে নেহারিব দুহুঁ-মুখ-চন্দ্রা।

১০৯

অকস্মাদেকস্মান্নবললিতকুঞ্জাদ্বত বহি-
র্ভবৎ স্মিত্বা নব্যং তরুণমিথুনং লৌকিকমিব।
গতো দূরং দৃষ্ট্বা পুনরথ নিবৃত্য স্ব দয়িতৌ
বিতর্ক্য স্যাং বৃন্দাবনভুবি মহাপ্রেমবিলয়ঃ ॥

কবে একদিন ললিত মোহন কুঞ্জের দ্বারে বসি,
হেরিব তরুণ নবীন মিথুন বাহিরিবে যুগ-শশী;
ভাবিব,—এ কোন্ যুবক-যুবতী, খেলা করে রস-রঙ্গে;
এ প্রেম লীলায় দিবনা তো বাধা, কাজ নাই গিয়ে সঙ্গে;
হাসিতে হাসিতে রসিক যুগল সুদূরে যাইবে যবে,
"এই তো আমার প্রাণের দয়িত"—ঝট্ করি মনে হবে!

হায় হায় হায়, কোথায় কোথায়! চিনিতে নারিনু ভুলে!
বিরহে ব্যাকুল দিব গড়াগড়ি,—বৃন্দাবনের ধূলে।

১১০

কদা পূর্ণজ্যোৎস্নাধবলরজনৌ রাসবলয়ে
চরন্নেকো বৃন্দাবনপতি বিলাস স্মৃতিপরঃ।
অকস্মাদানন্দাম্বুধি লহরি কোলাহলমিব
ধ্বনিং দিব্যং বেণোর্ব্বলয়রসনাদেশ্চ শৃণুয়াং॥

জ্যোছনা-উজোর রাকা-রজনীর
কৌমুদী-স্নাত লগনে,
কবে দিকে-দিকে ভ্রমিব একেলা,—
অলস আবেশ মগনে!
বৃন্দাবনের নন্দিত লাস-
বিলাস-মাধুরী স্মরিব!
আনন্দ-ঘন-অম্বুধি মাঝে
লহরের ধ্বনি শুনিব!
বেণু-কিঙ্কিনী-ঝঙ্কার মৃদু
ভাসিয়া আসিবে পবনে;
সোহাগ-জড়িত আধ-বাণী কবে
পশিবে তৃষিত শ্রবণে!

১১১

কদা বা কস্যাপি স্ফুটনবকদম্বস্য বিটপে
স্ফুরদ্ গোপীভর্ত্তুঃ কিমপি কলয়ে স্মেরবদনম্।

কদা শ্রীরাধায়াঃ কুসুমচয় লোলঞ্চ ললিতং
করং বীক্ষে বৃন্দাবনভুবি লতৌঘে কচিদপি ॥

বিকসিত নব পুষ্পিত চারু কদম্বতরু-ডালে,
মাধবের মৃদু হসিত বয়ান হেরিব কি কোনো কালে ?
কুসুম চয়নে চঞ্চল গতি শ্রীমতির হেম কর,
লতা-কুঞ্জের আড়ালে থাকিয়া হেরিব কি মনোহর ?

১১২

ইদং মে কিং ভাবি দ্রুতকনকগৌরচ্ছবি হরি-
ন্মণিশ্যামং ধামদ্বয়মিহ মিথোহংসার্পিত ভুজম্ ।
নিরীক্ষে তৎ স্মেরং মম বহুবিধপ্রেমবিস্মৃতং
মুখং পশ্চাচ্ছায়াদ্বয়মথ পুরো মূর্চ্ছয়তি মাম্ ॥

অভাগা আমার কবে, সৌভাগ্য উদয় হবে,
দিব্য রূপ হেরিব নয়নে ;
গলিত কনক-কাঁতি, গোরোচনা রূপ ভাতি,
মরকত শ্যামলের সনে ।
দুহুঁ ভুজ দুহুঁ কাঁধে, গমন ললিত ছাঁদে,
মুখে মৃদু মন্দ মন্দ হাসি ;
যুগল-বিগ্রহ-কায়া, সম্মুখে পশ্চাতে ছায়া,
জ্যোতির্ম্ময় রসের বিলাসী ।
নয়নের অভিরাম, হেরিয়া যুগল ঠাম,
সকল সম্বিত হারাইব ;
মহিমার পারাবার, বৃন্দাবনে কবে আর,
প্রেমে মুগ্ধ মুচ্ছিত হইব !

১১৩

অপি প্রেমোৎকট্যাৎ ক্ষিতিষু বিলুঠৎ স্বং বপুরিদং
করেণ স্পৃষ্ট্বা মামনুচরয়তে রাধা প্রিয়যুতা।
অহো বৃন্দারণ্যেঽদ্ভুতমহিমসীমন্যপি সুদু-
র্ঘটাশা কাপ্যেকা সমুদয়তি হা কিং ন ভবিতা ॥

এমন কি হবে, প্রেম-গৌরবে
চিত রবে উৎকণ্ঠিত ;
বিরহ-ব্যথায়, আশা-নিরাশায়,
ক্ষিতিতলে হব লুণ্ঠিত।
হেরিয়া আর্ত্তি, যুগল মূর্ত্তি
কাছে এসে দিবে সান্ত্বনা ;
কোমল হস্ত পরশে দুঃস্থ
হিয়ার মিটিবে যন্ত্রণা।
মহিম-মান্য বৃন্দারণ্য!
ঘুচাও দুরাশা-ক্রন্দনে ;
যুগলের দাসী হয়ে দিবানিশি
কাটে যেন সেবা-বন্দনে!

১১৪

কদা বা কালিন্দীতট নিকট বৃন্দাবন লতা
নিকুঞ্জান্তঃ সুপ্তং তদতিসরসং প্রেষ্টমিথুনং।
মিথোগাঢ়াশ্লিষ্টং মৃদুমৃদু ময়া লালিতপদং
মুদা বীক্ষে স্বপ্নেপ্যহহ সুখনিদ্রাগতমহং ॥

কবে রে এমন মধুর স্বপন ভাতিবে মানস-পটে,
সুন্দর চারু কুঞ্জ-কানন হেরিব যমুনা তটে !
আলস-শয়নে অবশ যুগল শায়িত বিলাস সুখে,
ভুজে ভুজে আর বুকে বুকে তার বন্ধন মুখে মুখে ।
স্বপনে হেরিয়া সরস মাধুরী হরষে পাগল প্রায়—
মৃদু মৃদু কবে ললিত চরণ সেবন করিব হায় !

১১৫

মহাশ্চর্য্যানন্ত স্বমহিমবলাদেব সকলা-
ধমস্থাপ্যাশানাং ব্যতিকরমসম্ভাব্যমপি মে ।
কদা বৃন্দারণ্যং স্ববসতিকথামাত্র প্রবহৎ
কৃপাপূরং সপূরয়তু পরতোঽপ্যর্ব্বুদজনে ॥

শ্রীবৃন্দাবনে বসতির মতি হেরিয়া আমার প্রাণে,
করুণা-সাগর বৃন্দা-বিপিন তোষিবে কি দয়া দানে ?
কোটি জনমের দুরাশাপুঞ্জ অধমের এ মানসে,
হে মহা অসীম ! কর হে পূর্ণ নিজ মহিমার বশে ।

১১৬

স্বকর্ম্ম স্রোতোভিঃ সততমভিতশ্চালিতমমুং
প্রভো জীবং যত্র ক্বচিদপি ন যাত্যন্ত বিবশং ।
পরন্ত্বেতাবন্মে ভবতু ভবদুঃখার্দ্দিতহৃদো
প্যবিশ্রান্তং বৃন্দাবন পদপরে বাস্তু রসনা ॥

কর্ম্মের ভীম প্রবল প্রবাহ বহিতেছে থরতর,
হেরি তাই প্রভু, দীনহীন মোর প্রাণে জাগে বড় ডর ।

পরবশ এই দুর্ব্বার মন, না শুনিয়া মোর কথা,
স্বকর্ম্ম স্রোতে বিজন বিপথে ধায় যদি যথা-তথা ;
যেন এ রসনা কথনো ভুলেনা 'শ্রীবৃন্দাবন' নাম,
সংসার-দুখ-তাপিত হিয়ায় এ মোর বাসনা শ্যাম !

১১৭

ন সত্যাখ্যে লোকে স্পৃহয়তি মনো ব্রহ্মপদবীং
ন বৈকুণ্ঠে বিষ্ণোরপি মৃগয়তে পার্ষদতনুং ।
পরং শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন সরস ভাবোৎসব বতাং
নিবাসে ধন্যানাং সুবহু কৃমিজন্মাপি মৃগয়তে ॥

সত্যলোকের ব্রহ্মপদবী, কাজ নাই—কাজ নাই ;
বিষ্ণুর ধামে পার্ষদ তনু, বারেক নাহিক চাই ।
ব্রজের সরস ভাব উৎসবে মগন-জনের গৃহে,
কৃমি-কীট রূপে জনমিয়া দেহ ধন্য হইতে চাহে ।

১১৮

শ্রীমদ্‌বৃন্দাবিপিন কুসুমামোদবাহী সমীরো
যস্মিন্ দেশে সরতি তদবচ্ছিন্নকৃষ্ণাপ্লুতো বা ।
যেষাং বৃন্দাবনমনু সকৃৎ গ্রীবয়া সন্নতং বা
তত্রৈবাস্তাং মম খলু জনি র্হন্ত তেষাং গৃহেঽপি ॥

বৃন্দাবনের কুসুম গন্ধ, মন্দ মলয়া বাহি,
যে-দেশে ছড়ায় সৌরভ রাশি, সে-দেশে জনম চাহি ।
পূর্ণ যুবতি কালিন্দী সতী লোল তরঙ্গ তুলি,
যেই দেশ দিয়া যায় গো বহিয়া, হব সে দেশের ধূলি ।

বারেক যে-জন, স্মরিয়া এ বন, অবনত করে শির ;
জনমে জনমে তাঁর ঘরে যেন, জনময়ে এ শরীর।

১১৯

মমাপি স্যাদেতাদৃশমপি দিনং কিন্নু পরমং
যদা বৃন্দাটব্যাঃ কথমপি কৃতস্পর্শনমপি।
অহো দেহং দূরাদপি সমবলোক্যাপি জন্তুষাং
মুহুর্ধন্যং মন্যে ধরণিপতিতস্যাং কৃতনতিঃ ॥

অভাজন এই হীনের ভাগ্যে হবে কি এমন দিন ?
কোনো মতে গিয়া পরশিব করে রসময় সে বিপিন ?
দূর হতে হেরি কুঞ্জ-সুষমা ধন্য হইব কবে !
ব্রজের ধূলায় কুণ্ঠিত তনু প্রেমে লুণ্ঠিত হবে।

১২০

যদপি চ মম নাস্তি শ্রীলবৃন্দাবনীয়ে
মহিমনি ম সমোর্দ্ধে হন্ত বিশ্বাসগন্ধঃ।
যদপি মম ন তস্মিন্নাস্তি বাসৈষণাপি
প্রসরতু মম তাদৃশ্যেব বাণী তথাপি ॥

বৃন্দাবনের অসীম মহিমা—নাহি তুলনার ঠাঁই,
যদিও আমার সে মহান্ ধামে তিল-মাষা রতি নাই ;
নিরজন চারু গহন কাননে নিবসিতে অনুরাগে,
যদিও সতত একান্ত সাধ অন্তরে নাহি জাগে ;
তথাপি রসনা নিশি-দিন যেন ফুকারে গো অবিরাম—
জয় জয় জয় বৃন্দা-বিপিন—জয় জয় ব্রজধাম।

১২১

অচৈতন্যপ্রায়ং জগদিদমহো সর্ব্ববিদপি
প্রথীয়ঃ শ্রীবৃন্দাবন মহিম বীজাজ্জনি মতিঃ।
অহো ভ্রাম্যদ্দৃষ্টা বিবিধসদসৎ বর্ত্মসু তথা
ন পূর্ণং স্যাচ্চিত্তং পরমিহ নিষেবে পদরজঃ॥

কত পথ কত মত ঘুরিয়াছি ভাই,
কোথাও মিলেনি স্নিগ্ধ জুড়াবার ঠাঁই।
জগৎ চৈতন্যহীন মোহে নিমগন,
ত্রিভুবনে নাহি হেরি পূর্ণ জাগরণ।
একান্ত বাসনা তাই—হোক্ ব্রজে রতি,
হৃদয়ে জাগুক্ পদ-রজ-সেবা-মতি।

১২২

হা বৃন্দাবন হা মহারসময় প্রেমৈকসম্পন্নিধে!
হা রাধারতিনাগরস্মরকলাসাক্ষিন্ মদেক প্রিয়!
হা রাসেশ্বর বিশ্বমূর্চ্ছন লতাবল্লীখগাদ্যদ্ভুত!
শ্রীমন্ হা প্রকৃতেঃ পরাদপি পর! ত্বং মে গতি স্ত্বংগতিঃ॥

মহারসময় হে বৃন্দাবন! প্রেম-সম্পদ-নিধি!
রাধা-নাগরের-লীলা-চাতুরীর-দর্শক-নিরবধি!
হে আমার প্রিয়! হে রাসেশ্বর! হে ভুবন-বিমোহন!
অদ্ভুত-তরু-লতা-বিজড়িত হে শোভার নিকেতন!
বিহগ-কাকলি-মুখরিত বন! প্রকৃতি-জিনিয়া ভাতি!
তুমিই আমার গতি ওহে ধাম! তুমিই আমার গতি।

১২৩

নমোঽস্তু বৃন্দাবন সুন্দরাভ্যাং
নমোঽস্তু বৃন্দাবন বিভ্রমাভ্যাম্ ।
নমোঽস্তু বৃন্দাবন জীবনাভ্যাং
নমোঽস্তু বৃন্দাবন নাগরাভ্যাম্ ॥

বৃন্দাবনের সুন্দর-তম
যুগলে নমস্কার ।
মদন-লাসিত-বেশ-বিভ্রম
যুগলে নমস্কার ।
বৃন্দা-বিপিন-জীবন-মাধুরী
যুগলে নমস্কার ।
তরুণ—দিব্য-নাগর-নাগরী
যুগলে নমস্কার ।

১২৪

নমোঽস্তু বৃন্দাবন সৎকৃপাভ্যাং
নমোঽস্তু বৃন্দাবন সদ্রসাভ্যাম্ ।
নমোঽস্তু বৃন্দাবন পূর্ণতাভ্যাং
নমোঽস্তু বৃন্দাবন গোচরাভ্যাম্ ॥

বৃন্দাবনের পরম করুণ
যুগলে নমস্কার ।
বৃন্দাবনের রসিক মিথুন
যুগলে নমস্কার ।

বৃন্দাবনের পূর্ণিত-রতি
যুগলে নমস্কার।
চির-প্রকটিত-ব্যক্ত-মূরতি
যুগলে নমস্কার।

১২৫

বৃন্দারণ্যোত্তমং নাস্তি নাস্তি মত্তোঽধমঃ ক্বচিৎ।
রাধানাম্নঃ প্রভাবেণ যদি স্যান্মেলনং তয়োঃ ॥

স্বর্গে মর্ত্ত্যে উত্তম নাই বৃন্দাবনের সম;
সীমাহীন এই ত্রিভুবন মাঝে আমি রে অধম-তম।
'রাধা রাধা' নাম জপিতে জপিতে যদি কৃপা-ধারা বয়,
হীন অধমের উত্তম সনে তবে সে মেলানি হয়।

১২৬

শ্রীমদ্বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ সকৃন্নামৈক মঙ্গলং।
সর্ব্বাশ্চর্য্যানন্ত শক্তি মুখে বিজয়তাং মম ॥

শ্রীবৃন্দাবন-অধিশ্বরীর এক মঙ্গল নাম,
অতি অদ্ভুত অনন্ত রতি-শক্তির পূত ধাম।
একবার শুধু মলিন বয়ানে হোক্ সে নামের ধ্বনি;
বিজয়-যুক্ত-নামের নিনাদে ত্রিভুবন নাহি গণি।

বন্দনা

বৃন্দাবনের জয় দেহ ভাই,
বৃন্দাবনের জয়।
রাধা-মাধবের আদরের ঠাঁই
বৃন্দাবনের জয়।
নন্দন-দেব-বন্দিত-ধাম
বৃন্দাবনের জয়।
রাগ-রূপ-রস-গন্ধ-বিরাম
বৃন্দাবনের জয়।
নব-রস-রাস-বিলাস-কুঞ্জ
বৃন্দাবনের জয়।
পুষ্পিত-কম-কুসুম-পুঞ্জ
বৃন্দাবনের জয়।
তরু-ছায়াময়-স্নিগ্ধ-সুষমা
বৃন্দাবনের জয়।
লতা-বীথি-ঘেরা চারু মনোরমা
বৃন্দাবনের জয়।
স্বর্ণ-পাংশু-তনু-বিলেপিত
বৃন্দাবনের জয়।
কালিন্দী-কল-নাদ-নিনাদিত
বৃন্দাবনের জয়।
কোকিল-কাকলি-কলা-আকুলিত
বৃন্দাবনের জয়।

ময়ূর-কলাপ-নৃত্য-কলিত
বৃন্দাবনের জয়।
শত শুক-শারী-গীত-মুখরিত
বৃন্দাবনের জয়।
সুন্দর-মৃগ-ধেনু-বিচরিত
বৃন্দাবনের জয়।
আভীর-কামিনী-কামনার ধন
বৃন্দাবনের জয়।
আবীর-অগরু-ভূষিত-কানন
বৃন্দাবনের জয়।
পিরীতি-মূরতি শ্রীমতীর ছায়া
বৃন্দাবনের জয়।
উজ্জ্বল-হেম-নীলমণি-মায়া
বৃন্দাবনের জয়।
সুন্দর-চিন্ময় সুন্দর-তম
বৃন্দাবনের জয়।
নন্দিত-ঘন-প্রেম-অনুপম
বৃন্দাবনের জয়।
প্রবোধানন্দ-রচিত-ছন্দ
বৃন্দাবনের জয়।
দীন-দরবেশ-ভাষা-নিবন্ধ
বৃন্দাবনের জয়।



ফরিদপুরের মাঝে শ্রেষ্ঠ গণ্ডগ্রাম,
মাদারিপুরের থানা নহে দূরতর ;
জয় জয় জন্মভূমি খালিয়া যে নাম,
বহিছে কুমার নদ শান্ত মৃদু-স্বর ।

মাতা রসময়ী দেবী, কুলচন্দ্র পিতা,
ঈশ্বরী-ঈশ্বর যেন ব্যক্ত মোর তরে ;
প্রেয়সী সরোজবালা সতী-পতিব্রতা,
জন্ম মম চট্টো কুলে কুলীনের ঘরে ।

দেবতা অগ্রজ শ্রীশ, ভগ্নী গিরিবালা,
যাদের স্নেহের স্মৃতি জুড়ায় পরাণ ;
সংসারে ছিলনা দৈন্য, কিম্বা সুখ ঢালা,
এ মোর বীণায় জাগে আনন্দের গান ।

প্রাণের পবিত্রতম প্রীতি-পারাবার,
দেবতা বিজয়কৃষ্ণ প্রেম-অবতার ।

—o—

সমাপ্ত ॥

দরবেশ গ্রন্থাবলী

বিজলী সঙ্গীত (৪র্থ সংস্করণ)	।০
গানের খাতা	॥০
কাবেরী (কবিতা)	॥০
জপজী (গুরু নানক বিরচিত)	।৵০
সঙ্গীত-সুধা (ভগবান বিজয়কৃষ্ণ বিরচিত) ...	৵০
মন্দির (গীতিকাব্য)	১॥০
সাম-সন্ধ্যা-গাথা	।০

কলিকাতা গুরুদাস লাইব্রেরী

এবং

কাশী যোগাশ্রমে গ্রন্থকারের

নিকট পাওয়া যায়।